Dhaka Ahsania Mission

Health Sector

House: 152 Block: Ka, PC Culture Housing Society, Shyamoli, Dhaka-1207.

Project Title: "Strengthening advocacy for a comprehensive amendment of Tobacco Control Law and increase tobacco tax".

[Media Coverage]

Press conference on increase tobacco tax and price

Total 44 Media Coverage

Summary:

'Increasing the price of tobacco products through tax increases is an internationally pursued method to discourage tobacco use in public health protection. In this context, it is important to increase taxes and prices of tobacco products in the upcoming 2022-23 budget to play a supportive role in achieving 'Tobacco-Free Bangladesh' by 2040 as promised by the Hon'ble Prime Minister. And the tobacco tax should be increased in such a way that the use of tobacco is reduced and discouraged, "said the lawmakers and discussants at a pre-budget press conference organized by the Dhaka Ahsania Mission at the Zahur Hossain Chowdhury Hall, National Press Club.

The press conference was held at 11 am on Thursday, May 26, 2022. The program was chaired by Iqbal Masud, Director, Health and WASH Sector, Dhaka Ahsania Mission.

The chief guest at the meeting was Prof. Dr. Md. Habibe Millat, MP and the special guest was Barrister Shamim Haider Patwari, MP. Prof. Dr. Arup Ratan Choudhury, Founder President, MANAS; Md. Mostafizur Rahman, Lead Policy Advisor, CTFK-Bangladesh, Abdus Salam Mia, Grants Manager, CTFK-Bangladesh and SM Rashedul Islam, General Secretary, Economic Reporters Forum (ERF) were present as the speaker at the meeting. Abdullah Nadvi, Director (Research), Unnayan Shamannay presented the keynote address at the seminar moderated by Sharmin Akter Rini, Program Officer, Tobacco Control Project, Dhaka Ahsania Mission. Welcoming remarks were made by Md. Shariful Islam, Project Coordinator, Tobacco Control Project, Dhaka Ahsania Mission.

ATN Bangla

Tobacco use should be discouraged by raising tobacco taxes. ATN Bangla

https://www.facebook.com/watch/?v=552535779732991

Ekushy TV

Tobacco use should be discouraged by raising tobacco taxes. ETV

https://www.facebook.com/watch/?v=332212518882555

Jamuna TV

Demand for increase in tax on tobacco products. Jamuna TV

https://www.youtube.com/watch?v=W8GO5CNLUh4

Bangladesh Post
a daily with a difference

'Raise tax to discourage tobacco use'

Staff Correspondent

Increasing the price of tobacco products through imposing higher tax is an internationally pursued method to discourage tobacco use in public health protection.

In this context, it is important to increase taxes and prices of tobacco products in the upcoming 2022-23 budget to play a supportive role in achieving 'Tobacco-Free Bangladesh' by 2040 as promised by the prime minister. And the tobacco tax should be increased in such a way that the use of tobacco is reduced and discouraged.

The lawmakers and discussants on Thursday gave this suggestion at a pre-budget press conference organised by the Dhaka Ahsania Mission (DAM) at the National Press Club in the capital.

Prof Dr Md Habibe Millat, MP was the chief guest at the event chaired by Iqbal Masud, Director of Health and WASH Sector, Dhaka Ahsania Mission.

Habibe Millat said that tobacco is a very harmful product for public health. Its financial loss is not less. As a result, steps must be taken to reduce tobacco use. In particular, it

SEE PAGE 11 COL 1

daily observer

'Tobacco use should be discouraged by raising tobacco taxes'

Business Desk

'Increasing the price of tobacco products through tax increases is an internationally pursued method to discourage tobacco use in public health protection.

In this context, it is important to increase taxes and prices of tobacco products in the upcoming 2022-23 budget to play a supportive role in achieving 'Tobacco-Free Bangladesh' by 2040 as promised by the Prime Minister. And the tobacco tax should be increased in such a way that the use of tobacco is reduced and discouraged, "said the lawmakers and discussants at a pre-budget press conference organized by the Dhaka Ahsania Mission at the National Press Club on Thursday, says a press release.

Iqbal Masud, Director, Health and WASH Sector, Dhaka Ahsania Mission, presided over the event attended by Prof. Dr. Md. Habibe Millat, MP and Barrister Shamim Haider Patwari, MP as the chief guest and special guest respectively.

Prof. Dr. Arup Ratan Choudhury, Founder President, MANAS; Md. Mostafizur Rahman, Lead Policy Advisor, CTFK-Bangladesh, Abdus Salam Mia, Grants Manager, CTFK-Bangladesh and SM Rashedul Islam, General Secretary, Economic Reporters Forum (ERF) were present as the speaker at the meeting.

Abdullah Nadvi, Director (Research), Unnayan Shamannay presented the keynote address at the seminar moderated by Sharmin Akter Rini, Program Officer, Tobacco Control Project, Dhaka Ahsania Mission. Welcoming remarks were made by Md. Shariful Islam, Project Coordinator, Tobacco Control Project, Dhaka Ahsania Mission.

SM Rashedul Islam, General Secretary, Economic Reporters Forum (ERF), said that in order to get a tobacco-free Bangladesh, the tax system must be reformed.

Abdus Salam Mia, Grants Manager, CTFK-Bangladesh, said that due to a lack of effective taxation, tobacco products are becoming very cheap and readily available in Bangladesh. Therefore, the tax on tobacco should be increased.

Prof. Dr. Arup Ratan Choudhury, Founding President, MANAS said that there is no alternative to increasing tobacco tax if a tobacco-free Bangladesh is to be built as directed by the Hon'ble Prime Minister. Md. Mostafizur Rahman, Lead Policy Advisor, CTFK-Bangladesh, said that if the government accepts the tax proposal made at the press conference, the number of tobacco users will be decreased and new users will be discouraged.

Iqbal Masud, Director of the Health and WASH Sector of Dhaka Ahsania Mission, said the current tobacco tax structure is too complex that is a major obstacle to discouraging tobacco use. We have to simplify this tax structure.

নতুন ধারার দৈনিক
আমাদের সময়

প্রাক-বাজেট আলোচনায় বক্তারা

প্রস্তাবিত তামাক কর বাস্তবায়নে ৯ লাখ অকালমৃত্যু রোধ সম্ভব

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

আসন্ন বাজেটে তামাক ব্যবহারকে নিরুৎসাহিত করতে কর বাড়ানোর মাধ্যমে তামাকপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এ ছাড়া আসন্ন ২০২২-২৩ অর্থবছরে শতকরা হিসাবে নিম্নস্তরের সিগারেটের দাম সর্বোচ্চ পরিমাণে বাড়ানো দরকার। প্রস্তাবিত এই তামাক কর বাস্তবায়িত হলে ১৩ লাখ প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিক সিগারেট ব্যবহার ছেড়ে দেবেন এবং ৯ লাখ তরুণ সিগারেট ব্যবহার শুরু করা থেকে বিরত থাকবেন। এ ছাড়া প্রায় ৯ লাখ (৮ লাখ ৯০ হাজার) অকালমৃত্যু রোধ করা যাবে। একই সঙ্গে সিগারেট বিক্রি থেকে বাড়তি রাজস্ব আদায় হবে ৯ হাজার ২০০ কোটি টাকা।

রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবে ঢাকা আহছানিয়া মিশন আয়োজিত 'জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় আসন্ন ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটে তামাক কর প্রস্তাবনা' শীর্ষক প্রাক-বাজেট আলোচনায় বক্তারা এ তথ্য তুলে ধরেন। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন সংসদ সদস্য মো. হাবিবে মিল্লাত। বিশেষ অতিথি ছিলেন সংসদ সদস্য শামীম হায়দার পাটোয়ারী এবং আলোচক হিসেবে আরও উপস্থিত ছিলেন মানসের প্রতিষ্ঠাতা

■ এরপর পৃষ্ঠা ৯, কলাম ৪

মুক্ত প্রাণের প্রতিধ্বনি
ভোরের কাগজ

প্রাক-বাজেট সংবাদ সম্মেলনে প্রস্তাবনা

কর বাড়িয়ে তামাক ব্যবহার নিরুৎসাহিত করতে হবে

কাগজ প্রতিবেদক : জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় তামাক ব্যবহার নিরুৎসাহিত করার জন্য কর বাড়ানোর মাধ্যমে তামাক দ্রব্যের দাম বাড়ানো একটি আন্তর্জাতিকভাবে অনুসৃত পদ্ধতি। এ অবস্থায় প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুত ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ অর্জনে সহায়ক ভূমিকা রাখার জন্য আসন্ন ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটে তামাকজাত দ্রব্যের কর ও দাম বাড়ানো জরুরি। তামাক কর এমনভাবে বাড়ানো উচিত যাতে সেবনকারীরা নিরুৎসাহিত হন।

জাতীয় প্রেস ক্লাবের জহুর হোসেন চৌধুরী হলে গতকাল বৃহস্পতিবার ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের উদ্যোগে আয়োজিত এক প্রাক-বাজেট সংবাদ সম্মেলনে এমন অভিমতই ব্যক্ত করেন সংসদ সদস্য ও বিশ্লেষকরা। সংবাদ সম্মেলনে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন অধ্যাপক ডা. মো. হাবিবে মিল্লাত এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারি। আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা অধ্যাপক ডা. অরূপরতন চৌধুরী, প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, মানস; মো. মোস্তাফিজুর রহমান, লিড পলিসি অ্যাডভাইজার, সিটিএফকে-বাংলাদেশ, আবদুস সালাম মিয়া, গ্র্যান্টস ম্যানেজার, সিটিএফকে-বাংলাদেশ এবং এস এম রাশেদুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক, ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরাম (ইআরএফ)।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে অধ্যাপক ডা. মো. হাবিবে মিল্লাত বলেন, জনস্বাস্থ্যের জন্য তামাক খুবই ক্ষতিকর একটি দ্রব্য। এর আর্থিক ক্ষতি কম নয়। ফলে তামাক ব্যবহার কমানোর জন্য সব ক্ষেত্রেই উদ্যোগ নিতে হবে। বিশেষত ২০৪০ সালের মধ্যে দেশকে তামাকমুক্ত করার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনা মোতাবেক তামাক ব্যবহার নিরুৎসাহিত করার জন্য তামাক কর বাড়ানো খুবই জরুরি।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারি বলেন, অন্যান্য করের সঙ্গে তামাক করের পার্থক্য রয়েছে। আর এটি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে বুঝতে হবে। কারণ তামাকের কারণে যে পরিমাণ কর আহরণ হয়, জনস্বাস্থ্যের ক্ষতি হয় এর বহুগুণ।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ বলেন, বর্তমান তামাক কর কাঠামো অত্যন্ত জটিল, যা তামাকের ব্যবহার নিরুৎসাহিত করার পথে একটি বড় বাধা। আর এজন্য এই কর কাঠামোকে সহজ করতে হবে। এটা করে যথাযথ পদ্ধতিতে তামাক-কর বাড়ালে তামাকের ব্যবহার কমাতে তা কার্যকরী ভূমিকা রাখবে।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের প্রোগ্রাম অফিসার শারমিন আক্তার রিনির সঞ্চালনায় সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন উন্নয়ন সমন্বয়ের পরিচালক (গবেষণা) আবদুল্লাহ নাদভী। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের প্রকল্প সমন্বয়কারী মো. শরিফুল ইসলাম।

ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরাম (ইআরএফ) সাধারণ সম্পাদক এস এম রাশেদুল ইসলাম বলেন, তামাকমুক্ত বাংলাদেশ পেতে হলে কর ব্যবস্থা ও এনবিআরকে ঢেলে সাজাতে হবে।

সিটিএফকে-বাংলাদেশ গ্র্যান্টস ম্যানেজার আবদুস সালাম মিয়া বলেন, কার্যকরভাবে করারোপের অভাবে বাংলাদেশে তামাকদ্রব্য অত্যন্ত সস্তা এবং সহজলভ্য হয়ে যাচ্ছে। এজন্য তামাকদ্রব্যে কর বাড়াতে হবে।

মানস এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি অধ্যাপক ডা. অরূপ রতন চৌধুরী বলেন, প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা মতো তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে হলে তামাক কর বাড়ানোর বিকল্প নেই।

সিটিএফকে-বাংলাদেশ এর লিড পলিসি এডভাইজার মো. মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, সংবাদ সম্মেলনে যে প্রস্তাবনাটি করা হয়েছে সেটি যদি সরকার গ্রহণ করে তবে তামাক ব্যবহারকারীর সংখ্যা কমবে ও নতুন ব্যবহারকারীরা নিরুৎসাহিত হবে।

দেশ কোটি মানুষের জন্য প্রতিদিন
যায়যায়দিন
১৯৮৪ থেকে

বৃহস্পতিবার জাতীয় প্রেস ক্লাবের জহুর হোসেন চৌধুরী হলে জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় আসন্ন ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটে তামাক কর প্রস্তাবনা শীর্ষক সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত অতিথিরা *-ফোকাস বাংলা*

তামাকে কর বাড়িয়ে ব্যবহার নিরুৎসাহিত করতে হবে

প্রাক-বাজেট আলোচনায় বক্তারা

■ বিশেষ প্রতিনিধি

জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় তামাক ব্যবহার নিরুৎসাহিত করার জন্য কর বৃদ্ধির মাধ্যমে তামাক দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি একটি আন্তর্জাতিকভাবে অনুসৃত পদ্ধতি। এমতাবস্থায়, প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত ২০৪০ সালের মধ্যে 'তামাকমুক্ত বাংলাদেশ' অর্জনে সহায়ক ভূমিকা রাখার জন্য আসন্ন ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটে তামাকজাত দ্রব্যের কর ও মূল্য বৃদ্ধি করা জরুরি। আর এই তামাক কর এমনভাবে বৃদ্ধি করা উচিত যাতে তামাক গ্রহণকারী ব্যবহার কমিয়ে নিরুৎসাহিত হন।

বৃহস্পতিবার জাতীয় প্রেসক্লাবের জহুর হোসেন চৌধুরী হলে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের উদ্যোগে আয়োজিত এক প্রাক-বাজেট সংবাদ সম্মেলনে এমন অভিমতই ব্যক্ত করেন সংসদ সদস্য ও বিশ্লেষকগণ। সংবাদ সম্মেলনে ঢাকা আহছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন অধ্যাপক ডা. মো. হাবিবেমিল্লাত এমপি, বিশেষ অতিথি ছিলেন ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারি এমপি। আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা অধ্যাপক ডা. অরূপ রতন চৌধুরী, মোস্তাফিজুর রহমান, আবদুস সালাম মিয়া, এস এম রাশেদুল ইসলাম প্রমুখ।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের প্রোগ্রাম অফিসার শারমিন আক্তার রিনির সঞ্চালনায় সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন উন্নয়ন সমন্বয়ের পরিচালক (গবেষণা) আবদুল্লাহ নাদভী। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের প্রকল্প সমন্বয়কারী মো. শরিফুল ইসলাম।

অধ্যাপক ডা. অরূপ রতন চৌধুরী বলেন, প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা মতো তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে হলে তামাক কর বৃদ্ধির বিকল্প নেই।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ বলেন, বর্তমান তামাক কর কাঠামো অত্যন্ত জটিল যা তামাকের ব্যবহার নিরুৎসাহিতকরণের পথে একটি বড় বাধা। আর এজন্য এই কর কাঠামোকে সহজ করতে হবে। এটা করে যথাযথ পদ্ধতিতে তামাক-কর বৃদ্ধি করলে তামাকের ব্যবহার কমাতে তা কার্যকরী ভূমিকা রাখবে।

ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারি এমপি বলেন, অন্যান্য করের সঙ্গে তামাক করের পার্থক্য রয়েছে। আর এটি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে বুঝতে হবে। কারণ তামাকের কারণে যে পরিমাণ কর আহরণ হয়, জনস্বাস্থ্যের ক্ষতি হয় এর বহুগুণ।

অধ্যাপক ডা. মো. হাবিবেমিল্লাত এমপি বলেন, জনস্বাস্থ্যের জন্য তামাক খুবই ক্ষতিকর একটি দ্রব্য। এর আর্থিক ক্ষতির কম নয়। ফলে তামাক ব্যবহার কমানোর জন্য সকল ক্ষেত্রেই উদ্যোগ নিতে হবে। বিশেষত ২০৪০ সালের মধ্যে দেশকে তামাকমুক্ত করার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনা মোতাবেক তামাক ব্যবহার নিরুৎসাহিত করার জন্য তামাক কর বৃদ্ধি করাটাও খুবই জরুরি।

নয়া দিগন্ত

তামাকে নিরুৎসাহিত করতে কর বাড়ানোর দাবি

● নিজস্ব প্রতিবেদক

তামাকপণ্য ব্যবহারে নিরুৎসাহিত করতে এর দাম বাড়ানোর দাবি জানিয়েছেন তামাকবিরোধী আন্দোলনে যুক্ত ব্যক্তিরা। গতকাল জাতীয় প্রেস ক্লাবের জহুর হোসেন চৌধুরী হলে ঢাকা আহছানিয়া মিশনের উদ্যোগে আয়োজিত এক প্রাক-বাজেট সংবাদ সম্মেলনে এমন অভিমত তুলে ধরেন সংসদ সদস্য ও বিশ্লেষকরা। তারা বলছেন, জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় তামাক ব্যবহার নিরুৎসাহিত করার জন্য করবৃদ্ধির মাধ্যমে তামাকপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি একটি আন্তর্জাতিকভাবে অনুসৃত পদ্ধতি। এ অবস্থায় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত ২০৪০ সালের মধ্যে 'তামাকমুক্ত বাংলাদেশ' অর্জনে সহায়ক ভূমিকা রাখার জন্য আসন্ন ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটে তামাকজাত দ্রব্যের কর ও মূল্যবৃদ্ধি জরুরি। এই তামাক কর এমনভাবে বাড়ানো উচিত যেন তামাক গ্রহণকারীরা তামাক সেবনে নিরুৎসাহিত হন।

সংবাদ সম্মেলনে ঢাকা আহছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন সংসদ সদস্য অধ্যাপক ডা: মো: হাবিবে মিল্লাত, বিশেষ অতিথি ছিলেন সংসদ সদস্য ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারী। প্রাক-বাজেট এই আলোচনায় আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মানস'র প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা অধ্যাপক ডা: অরূপ রতন চৌধুরী, সিটিএফকে-বাংলাদেশের ■ ৯ম পৃ: ১-এর কলামে

The Daily Shomoyer Alo

সময়ের আলো

সত্য প্রকাশে আপসহীন

প্রাক-বাজেট আলোচনায় বক্তারা

তামাকে কর বৃদ্ধি করে ব্যবহার নিরুৎসাহিত করতে হবে

● নিজস্ব প্রতিবেদক

'জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় তামাক ব্যবহার নিরুৎসাহিত করার জন্য কর বৃদ্ধির মাধ্যমে তামাক দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি একটি আন্তর্জাতিকভাবে অনুসৃত পদ্ধতি। এমতাবস্থায়, প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত ২০৪০ সালের মধ্যে 'তামাকমুক্ত বাংলাদেশ' অর্জনে সহায়ক ভূমিকা রাখার জন্য আসন্ন ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটে তামাকজাত দ্রব্যের কর ও মূল্যবৃদ্ধি করা জরুরি। আর এই তামাক কর এমনভাবে বৃদ্ধি করা উচিত যাতে তামাক গ্রহণকারী ব্যবহার কমিয়ে নিরুৎসাহিত হন' – জাতীয় প্রেসক্লাবের জহুর হোসেন চৌধুরী হলে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের উদ্যোগে আয়োজিত এক প্রাক-বাজেট সংবাদ সম্মেলনে এমনই অভিমত ব্যক্ত করেন বক্তারা।

বৃহস্পতিবার এক সংবাদ সম্মেলনে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন সংসদ সদস্য অধ্যাপক ডা. মো. হাবিবে মিল্লাত এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারী এমপি। আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা অধ্যাপক ডা. অরূপরতন চৌধুরী, সিটিএফকের লিড পলিসি অ্যাডভাইজার মো. মোস্তাফিজুর রহমান, সিটিএফকের গ্র্যান্টস ম্যানেজার আবদুস সালাম মিয়া এবং ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরামের (ইআরএফ) সাধারণ সম্পাদক এসএম রাশেদুল ইসলাম। সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন তামাকবিরোধী সংগঠনসমূহের প্রতিনিধি, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকরা।

শুক্রবার
২৭ মে ২০২২, ১৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯
২৫ শাওয়াল ১৪৪৩
১২ পৃষ্ঠা ■ দাম : ৫ টাকা
নগর সংস্করণ

দৈনিক আমার সংবাদ
সত্যের সন্ধানে প্রতিদিন

জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় আসন্ন ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটে তামাক কর প্রস্তাবনা শীর্ষক সংবাদ সম্মেলন গতকাল জাতীয় প্রেসক্লাবে আয়োজন করে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ■ মেহেদী জামান

তামাকজাত পণ্যের কর বৃদ্ধির দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদক ▶▶

জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় তামাক ব্যবহার নিরুৎসাহিত করার জন্য আসন্ন বাজেটে কর বৃদ্ধির মাধ্যমে তামাক পণ্যের মূল্য বৃদ্ধির দাবি জানানো হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার জাতীয় প্রেস ক্লাবের জহুর হোসেন চৌধুরি হলে ঢাকা আহছানিয়া মিশনের উদ্যোগে আয়োজিত প্রাক-বাজেট সংবাদ সম্মেলনে এ দাবি জানানো হয়। বক্তারা বলেন, ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ অর্জনে সহায়ক ভূমিকা রাখতে আসন্ন ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটে তামাক পণ্যের কর ও মূল্য বৃদ্ধির ওপর জোর দেন। কার্যকরভাবে করারোপের অভাবে বাংলাদেশে তামাকপণ্য অত্যন্ত সস্তা এবং সহজলভ্য হয়ে যাচ্ছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সিগারেটের ব্যবহার প্রায় একইরকম রয়েছে। উপরন্তু বর্তমান তামাক কর কাঠামো অত্যন্ত জটিল যা তামাকের ব্যবহার নিরুৎসাহিতকরণের পথে একটি বড় বাধা। আর এ জন্য এই কর কাঠামোকে সহজ করতে হবে। এটা করে যথাযথ পদ্ধতিতে তামাক কর বৃদ্ধি করলে তামাকের ব্যবহার কমাতে তা কার্যকরী ভূমিকা রাখবে।

বাজেট-২০২২

ঢাকা আহছানিয়া মিশনের তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের প্রোগ্রাম অফিসার অফিসার শারমিন আক্তার রিনির সঞ্চালনায় সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন উন্নয়ন সমন্বয়ের পরিচালক (গবেষণা) আবদুল্লাহ নাদভী। সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, প্রধানমন্ত্রী ২০১৬ সালে যখন ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত দেশ গঠনের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছিলেন, তখন এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য বর্তমান শুল্ক কাঠামো সহজ করা এবং এ অঞ্চলের সর্বোত্তম ব্যবস্থা থেকে শিক্ষা নিয়ে সরকারের শুল্ক আয় বৃদ্ধি করার নির্দেশনা দিয়েছিলেন। ২০২২-২৩ অর্থবছরে শতকরা হিসেবে নিম্ন স্তরের সিগারেটের দাম সর্বোচ্চ পরিমাণে বাড়ানোর প্রস্তাব করা হয়। কারণ ২০২০-২১ অর্থবছরের হিসাব অনুসারে মোট যে সিগারেট বিক্রি হয় তার সবচেয়ে বড় অংশ অর্থাৎ ৭৫ শতাংশ) হলো নিম্ন স্তরের সিগারেট। প্রস্তাবনাগুলো বাস্তবায়নের সম্ভাব্য ফলাফল হিসেবে বলা হয়, সরকার যদি তামাক কর বৃদ্ধি করে তবে সিগারেট ব্যবহারকারির অনুপাত ১৫.১ থেকে ১৪.০৩ শতাংশ হবে। ১৩ লাখ প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিক সিগারেট ব্যবহার ছেড়ে দেবেন ও ৯ লাখ তরুণ সিগারেট ব্যবহার শুরু করা থেকে বিরত থাকবে। এ ছাড়া আট লাখ ৯০ হাজার অকাল মৃত্যু রোধ করা যাবে। আর ৯ হাজার ২০০ কোটি টাকা বাড়তি রাজস্ব আদায় হবে সিগারেট বিক্রি থেকে। সংবাদ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা আহছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ডা. মো. হাবিবে মিল্লাত, বিশেষ অতিথি ছিলেন ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারি। আলোচক ছিলেন মানসের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি অধ্যাপক ডা. অরূপরতন চৌধুরী, সিটিএফকে বাংলাদেশের লিড পলিসি অ্যাডভাইজার মো. মোস্তাফিজুর রহমান এবং ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরামের (ইআরএফ) সাধারণ সম্পাদক এস এম রাশেদুল ইসলাম এবং তামাকবিরোধী বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধি।

উন্নয়নের মূলধারায়
আলোকিত বাংলাদেশ
মঙ্গলবার, ৭ জুন ২০২২ | রেজিঃ নং-ডিএ ৬১৯৮ | বর্ষ ১২ সংখ্যা ২৫৭ | ২৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯ | ৬ জিলকদ ১৪৪৩

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সংবাদ সম্মেলন

তামাকজাত পণ্যে কর বৃদ্ধির দাবি

'জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় তামাক ব্যবহার নিরুৎসাহিত করার জন্য কর বৃদ্ধির মাধ্যমে তামাক দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি একটি আন্তর্জাতিকভাবে অনুসৃত পদ্ধতি। এ অবস্থায় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত ২০৪০ সালের মধ্যে 'তামাকমুক্ত বাংলাদেশ' অর্জনে সহায়ক ভূমিকা রাখার জন্য আসন্ন ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটে তামাকজাত দ্রব্যের কর ও মূল্য বৃদ্ধি করা জরুরি। আর এ তামাক কর এমনভাবে বৃদ্ধি করা উচিত, যাতে তামাক গ্রহণকারী ব্যবহার কমিয়ে নিরুৎসাহিত হন। জাতীয় প্রেসক্লাবের জহুর হোসেন চৌধুরী হলে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের উদ্যোগে আয়োজিত প্রাক-বাজেট সংবাদ সম্মেলনে এমন অভিমতই ব্যক্ত করেন সংসদ সদস্য ও বিশ্লেষকরা।

গতকাল বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন এমপি অধ্যাপক ডা. মো. হাবিবে মিল্লাত। বিশেষ অতিথি ছিলেন এমপি ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারী। আলোচক ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা অধ্যাপক ডা. অরূপরতন চৌধুরী, প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, মানস, মো. মোস্তাফিজুর রহমান, লিড পলিসি অ্যাডভাইজার, সিটিএফকে-বাংলাদেশ, আবদুস সালাম মিয়া, গ্র্যান্টস ম্যানেজার, সিটিএফকে-বাংলাদেশ এবং এসএম রাশেদুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক, ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরাম (ইআরএফ)। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের প্রোগ্রাম অফিসার শারমিন আক্তার রিনির সঞ্চালনায় সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন উন্নয়ন সমন্বয়ের পরিচালক (গবেষণা) আবদুল্লাহ নাদভী। স্বাগত বক্তব্য দেন মিশনের তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের প্রকল্প সমন্বয়কারী মো. শরিফুল ইসলাম। এসএম রাশেদুল ইসলাম বলেন, তামাকমুক্ত বাংলাদেশ পেতে হলে কর ব্যবস্থা ও এনবিআরকে ঢেলে সাজাতে হবে। আবদুস সালাম মিয়া বলেন, কার্যকরভাবে করারোপের অভাবে বাংলাদেশে তামাকদ্রব্য অত্যন্ত সস্তা এবং সহজলভ্য হয়ে যাচ্ছে। এজন্য তামাকদ্রব্যে কর বৃদ্ধি করতে হবে। অধ্যাপক ডা. অরূপরতন চৌধুরী বলেন, প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা মতো তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে হলে তামাক কর বৃদ্ধির বিকল্প নেই। মো. মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, সংবাদ সম্মেলনে যে প্রস্তাবনাটি করা হয়েছে, সেটি যদি সরকার গ্রহণ করে তবে তামাক ব্যবহারকারীর সংখ্যা কমবে ও নতুন ব্যবহারকারীরা নিরুৎসাহিত হবে।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ বলেন, বর্তমান তামাক কর কাঠামো অত্যন্ত জটিল, যা তামাকের ব্যবহার নিরুৎসাহিতকরণের পথে একটি বড় বাধা। আর এজন্য এ কর কাঠামোকে সহজ করতে হবে। এটা করে যথাযথ পদ্ধতিতে তামাক-কর বৃদ্ধি করলে তামাকের ব্যবহার কমাতে তা কার্যকরী ভূমিকা রাখবে। ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারী বলেন, অন্যান্য করের সঙ্গে তামাক করের পার্থক্য রয়েছে। আর এটি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে বুঝতে হবে। কারণ তামাকের কারণে যে পরিমাণ কর আহরণ হয়, জনস্বাস্থ্যের ক্ষতি হয় এর বহুগুণ।

অধ্যাপক ডা. মো. হাবিবে মিল্লাত বলেন, জনস্বাস্থ্যের জন্য তামাক খুবই ক্ষতিকর একটি দ্রব্য। এর আর্থিক ক্ষতির কম নয়। ফলে তামাক ব্যবহার কমানোর জন্য সব ক্ষেত্রেই উদ্যোগ নিতে হবে। বিশেষ করে ২০৪০ সালের মধ্যে দেশকে তামাকমুক্ত করার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনা মোতাবেক তামাক ব্যবহার নিরুৎসাহিত করার জন্য তামাক কর বৃদ্ধি করাটাও খুবই জরুরি। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

দৈনিক
সত্য প্রকাশেই আনন্দ
আনন্দবাজার

তামাক হ্রাসে করের লাগাম

আনন্দবাজার প্রতিবেদক

জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় তামাক ব্যবহার নিরুৎসাহিত করার জন্য কর বৃদ্ধির মাধ্যমে তামাক দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি একটি আন্তর্জাতিকভাবে অনুসৃত পদ্ধতি। প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত ২০৪০ সালের মধ্যে 'তামাকমুক্ত বাংলাদেশ' অর্জনে সহায়ক ভূমিকা রাখার জন্য আসন্ন ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটে তামাকজাত দ্রব্যের কর ও মূল্য বৃদ্ধি করা জরুরি মনে করছেন বিশ্লেষকরা। তামাক গ্রহণকারী ব্যবহার কমিয়ে আনতে নিরুৎসাহিত যেন হন এমনভাবে কর বৃদ্ধির কথা বলছেন তারা।

আরও কর বাড়ানোর প্রস্তাব

গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে প্রেসক্লাবে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের উদ্যোগে আয়োজিত এক প্রাক-বাজেট সংবাদ সম্মেলনে এমন অভিমতই ব্যক্ত করেন সংসদ সদস্য ও বিশ্লেষকরা। সংবাদ সম্মেলনে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন অধ্যাপক ডা. মো. হাবিবে মিল্লাত। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের প্রোগ্রাম অফিসার শারমিন আক্তার রিনির সঞ্চালনায় সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন উন্নয়ন সমন্বয়ের পরিচালক (গবেষণা) আবদুল্লাহ নাদভী। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের প্রকল্প সমন্বয়কারী মো. শরিফুল ইসলাম। ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরামের সাধারণ সম্পাদক এস এম রাশেদুল ইসলাম, বলেন, তামাকমুক্ত বাংলাদেশ পেতে হলে কর ব্যবস্থা ও এনবিআরকে ঢেলে সাজাতে হবে।

সিটিএফকে-বাংলাদেশের গ্র্যান্টস ম্যানেজার আবদুস সালাম মিয়া বলেন, কার্যকরভাবে করারোপের অভাবে বাংলাদেশে তামাকদ্রব্য অত্যন্ত সস্তা এবং সহজলভ্য হয়ে যাচ্ছে। এজন্য তামাকদ্রব্যে কর বৃদ্ধি করতে হবে। মানসের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি অধ্যাপক ডা. অরূপরতন চৌধুরী বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা মতো তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে হলে তামাক কর বৃদ্ধির বিকল্প নেই। আলোচনায় মো. মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, সংবাদ সম্মেলনে যে প্রস্তাবনাটি করা হয়েছে সেটি যদি সরকার গ্রহণ করে তবে তামাক ব্যবহারকারীর সংখ্যা কমবে ও নতুন ব্যবহারকারীরা নিরুৎসাহিত হবে।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ বলেন, বর্তমান তামাক কর কাঠামো অত্যন্ত গোজা ব্রিজ এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা পাথর বোঝাই ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়।

Daily Bangladesh Post (Online)

Bangladesh Post
a daily with a difference

'Raise tax to discourage tobacco use'

By Staff Correspondent
Published : 26 May 2022 09:43 PM

READY TO USE CREATIVE ASSETS
FREE ITEMS PPT FONTS VIDEO ASSETS MOCKUPS AND MORE!
envatoelements
START NOW

Increasing the price of tobacco products through imposing higher tax is an internationally pursued method to discourage tobacco use in public health protection.

In this context, it is important to increase taxes and prices of tobacco products in the upcoming 2022-23 budget to play a supportive role in achieving 'Tobacco-Free Bangladesh' by 2040 as promised by the prime minister. And the tobacco tax should be increased in such a way that the use of tobacco is reduced and discouraged.

The lawmakers and discussants on Thursday gave this suggestion at a pre-budget press conference organised by the Dhaka Ahsania Mission (DAM) at the National Press Club in the capital.

Prof Dr Md Habibe Millat, MP was the chief guest at the event chaired by Iqbal Masud, Director of Health and WASH Sector, Dhaka Ahsania Mission.

Habibe Millat said that tobacco is a very harmful product for public health. Its financial loss is not less. As a result, steps must be taken to reduce tobacco use. In particular, it is very important to increase the tobacco tax to discourage the use of tobacco as per the directives of Prime Minister Sheikh Hasina to make the country tobacco-free by 2040.

Barrister Shamim Haider Patwari, MP, said there is a difference between the tobacco tax and other taxes. And the National Board of Revenue must understand this. Because the amount of tax collected from tobacco is many times more than the loss of public health.

Prof Dr Arup Ratan Choudhury, Founding President, MANAS said that there was no alternative to increasing tobacco tax if a tobacco-free Bangladesh is to be built as directed by the prime minister.

Abdus Salam Mia, Grants Manager, CTFK-Bangladesh, said that due to lack of effective taxation, tobacco products are becoming very cheap and readily available in Bangladesh. Therefore, the tax on tobacco should be increased.

https://bangladeshpost.net/posts/raise-tax-to-discourage-tobacco-use-86567

Daily Observer (Online)

the daily observer
We stand for people's rights

'Tobacco use should be discouraged by raising tobacco taxes'

Published : Friday, 27 May, 2022 at 12:00 AM

Business Desk

Print A+ A- A

'Increasing the price of tobacco products through tax increases is an internationally pursued method to discourage tobacco use in public health protection.

In this context, it is important to increase taxes and prices of tobacco products in the upcoming 2022-23 budget to play a supportive role in achieving 'Tobacco-Free Bangladesh' by 2040 as promised by the Prime Minister. And the tobacco tax should be increased in such a way that the use of tobacco is reduced and discouraged, "said the lawmakers and discussants at a pre-budget press conference organized by the Dhaka Ahsania Mission at the National Press Club on Thursday, says a press release.

Iqbal Masud, Director, Health and WASH Sector, Dhaka Ahsania Mission, presided over the event attended by Prof. Dr. Md. Habibe Millat, MP and Barrister Shamim Haider Patwari, MP as the chief guest and special guest respectively.

Prof. Dr. Arup Ratan Choudhury, Founder President, MANAS; Md. Mostafizur Rahman, Lead Policy Advisor, CTFK-Bangladesh, Abdus Salam Mia, Grants Manager, CTFK-Bangladesh and SM Rashedul Islam, General Secretary, Economic Reporters Forum (ERF) were present as the speaker at the meeting.

Abdullah Nadvi, Director (Research), Unnayan Shamannay presented the keynote address at the seminar moderated by Sharmin Akter Rini, Program Officer, Tobacco Control Project, Dhaka Ahsania Mission.

Welcoming remarks were made by Md. Shariful Islam, Project Coordinator, Tobacco Control Project, Dhaka Ahsania Mission.

https://www.observerbd.com/details.php?id=367581

Daily Kaler Kantho (Online)

কালের কণ্ঠ মঙ্গলবার । ৭ জুন ২০২২ । ২৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯ । ৬ জিলকদ ১৪৪৩

সর্বশেষ বাণিজ্য বিস্কুট-পাউরুটির দাম ৫০% পর্যন্ত বেড়েছে (৭ জুন, ২০২২ ০৮:১৯)

জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় তামাকে কর বৃদ্ধি করতে হবে

প্রাক-বাজেট সংবাদ সম্মেলনে বক্তারা

নিজস্ব প্রতিবেদক ২৭ মে, ২০২২ ০০:০০ | পড়া যাবে ২ মিনিটে

Like Share প্রিন্ট

অ- অ অ+

২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটে তামাকজাত দ্রব্যের কর ও মূল্য বৃদ্ধি করার দাবি জানিয়েছেন কয়েকজন সংসদ সদস্য ও বিশ্লেষক। গতকাল বৃহস্পতিবার জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক প্রাক-বাজেট সংবাদ সম্মেলনে তাঁরা ওই দাবি জানান।

তাঁদের মতে, জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় তামাক ব্যবহার নিরুতসাহ করতে কর বৃদ্ধির মাধ্যমে তামাক দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি আন্তর্জাতিকভাবে অনুসৃত একটি পদ্ধতি। প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত ২০৪০ সালের মধ্যে 'তামাকমুক্ত বাংলাদেশ' অর্জনে সহায়ক ভূমিকা রাখতে আসন্ন ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটে তামাকজাত দ্রব্যের কর ও মূল্য বৃদ্ধি করা জরুরি।

তামাকে কর এমনভাবে বৃদ্ধি করা উচিত যাতে তামাক গ্রহণকারী ব্যবহার কমিয়ে নিরুতসাহ হয়। সংসদ সদস্য ও বিশ্লেষকরা এমন অভিমত ব্যক্ত করেন। ঢাকা আহছানিয়া মিশন ওই সংবাদ সম্মেলন আয়োজন করে।

সংবাদ সম্মেলনে ঢাকা আহছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন সংসদ সদস্য অধ্যাপক ডা. মো. হাবিবে মিল্লাত। বিশেষ অতিথি ছিলেন সংসদ সদস্য ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারী। আলোচক ছিলেন মানসের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি অধ্যাপক ডা. অরূপরতন চৌধুরী, সিটিএফকে-বাংলাদেশের লিড পলিসি অ্যাডভাইজার মো. মোস্তাফিজুর রহমান, গ্র্যান্টস ম্যানেজার আবদুস সালাম মিয়া ও ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরামের (ইআরএফ) সাধারণ সম্পাদক এস এম রাশেদুল ইসলাম।

ঢাকা আহছানিয়া মিশনের তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের প্রগ্রাম অফিসার শারমিন আক্তার রিনির সঞ্চালনায় সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন উন্নয়ন সমন্বয়ের পরিচালক (গবেষণা) আবদুল্লাহ নাদভী। স্বাগত বক্তব্য দেন ঢাকা আহছানিয়া মিশনের তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের প্রকল্প সমন্বয়কারী মো. শরিফুল ইসলাম।

https://www.kalerkantho.com/print-edition/news/2022/05/27/1149915

Daily Manobzamin (Online)

মানবজমিন

দেশ বিদেশ

নিম্নস্তরের সিগারেটের দাম সর্বোচ্চ বাড়ানোর প্রস্তাব

স্টাফ রিপোর্টার

২৭ মে ২০২২, শুক্রবার

জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় তামাক ব্যবহার নিরুৎসাহিত করতে কর বৃদ্ধির মাধ্যমে তামাকপণ্যের মূল্য বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে। আসন্ন ২০২২-২৩ অর্থবছরে শতকরা হিসেবে নিম্নস্তরের সিগারেটের দাম সর্বোচ্চ পরিমাণে বাড়ানোর প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রস্তাবিত এই তামাক কর বাস্তবায়িত হলে ১৩ লাখ প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিক সিগারেট সেবন ছেড়ে দেবেন এবং ৯ লাখ তরুণ সিগারেট ব্যবহার শুরু করা থেকে বিরত থাকবে। এ ছাড়াও অন্তত ৮ লাখ ৯০ হাজার অকাল মৃত্যু রোধ করা যাবে। একই সঙ্গে সিগারেট বিক্রি করে বাড়তি রাজস্ব আদায় হবে ৯ হাজার ২০০ কোটি টাকা। গতকাল জাতীয় প্রেস ক্লাবে ঢাকা আহছানিয়া মিশন আয়োজিত 'জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় আসন্ন ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটে তামাক কর প্রস্তাবনা' শীর্ষক প্রাক-বাজেট সংবাদ সম্মেলনে বক্তারা এসব কথা বলেন।

সংবাদ সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে সংসদ সদস্য ডা. মো. হাবিবে মিল্লাত বলেন, জনস্বার্থে তামাক আইন সংশোধন ও ই-সিগারেট বন্ধে গত বছর ১৫৩ জন সংসদ সদস্য প্রধানমন্ত্রী বরাবর ডিও দিয়েছেন। স্বাস্থ্যের আইন যুগোপযোগী করার জন্য ১৫২ জন সংসদ সদস্য স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছেন। তামাক কর কাঠামো বাস্তবায়নের জন্য অর্থমন্ত্রীকে ৫২ জন সংসদ সদস্য চিঠি লিখেছেন। চিঠি দেয়ার পর কিছুটা বাস্তবায়িত হয়েছে। তবে আমরা যতটুকু আশা করেছিলাম ততটুকু হয়নি।

চলতি বছরেও ৮৬ জন সংসদ সদস্য অর্থমন্ত্রী ও অর্থসচিবকে চিঠি দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী ২০১৬ সালে ঘোষণা দেন, ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত দেশ গঠনের। গত ছয় বছরে কিছুটা হয়েছে। হাতে আছে আরও ১৮ বছর। যদি সবার সহযোগিতা না পাওয়া যায় তাহলে ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত দেশ গঠন করা সম্ভব না-ও হতে পারে।

সংবাদ সম্মেলনে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন উন্নয়ন সমন্বয়ের পরিচালক (গবেষণা) আবদুল্লাহ নাদভী। স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদের সভাপতিত্বে সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারি, মানস'র প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মুক্তিযোদ্ধা অধ্যাপক ডা. অরূপ রতন চৌধুরী, সিটিএফকে-বাংলাদেশের লিড পলিসি অ্যাডভাইজার মো. মোস্তাফিজুর রহমান ও ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরামের সাধারণ সম্পাদক (ইআরএফ) এস এম রাশেদুল ইসলামসহ তামাকবিরোধী সংগঠন সমূহের প্রতিনিধিবৃন্দ।

https://mzamin.com/news.php?news=4737

Daily Bhorer Kagoj (Online)

ভোরের কাগজ

প্রাক-বাজেট সংবাদ সম্মেলনে আলোচকরা

কর বাড়িয়ে তামাক ব্যবহার নিরুৎসাহিত করার আহ্বান

কাগজ প্রতিবেদক

প্রকাশিত: মে ২৬, ২০২২ , ৭:২৯ অপরাহ্ণ আপডেট: মে ২৬, ২০২২ , ৭:২৯ অপরাহ্ণ

জাতীয় প্রেস ক্লাবের জহুর হোসেন চৌধুরী হলে বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে ডা. অরূপ রতন চৌধুরীসহ অন্য বিশ্লেষক ও সাংসদরা। ছবি: ভোরের কাগজ

জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় তামাক ব্যবহার নিরুৎসাহিত করার জন্য কর বৃদ্ধির মাধ্যমে তামাক দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি একটি আন্তর্জাতিকভাবে অনুসৃত পদ্ধতি। এমতাবস্থায় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ অর্জনে সহায়ক ভূমিকা রাখার জন্য আসন্ন ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটে তামাকজাত দ্রব্যের কর ও মূল্য বৃদ্ধি করা জরুরি। আর এই তামাক কর এমনভাবে বাড়ানো উচিত যাতে তামাক গ্রহণকারী ব্যবহার কমিয়ে দিতে বাধ্য হন।

জাতীয় প্রেস ক্লাবের জহুর হোসেন চৌধুরী হলে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের উদ্যোগে আয়োজিত এক প্রাক-বাজেট সংবাদ সম্মেলনে এমন অভিমতই ব্যক্ত করেছেন সাংসদ ও বিশ্লেষকরা।

বৃহস্পতিবার (২৬ মে) অনুষ্ঠিত এ সংবাদ সম্মেলনে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন অধ্যাপক ডা. মো. হাবিবে মিল্লাত এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারি। আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মানসের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা অধ্যাপক ডা. অরূপ রতন চৌধুরী, সিটিএফকে- বাংলাদেশের লিড পলিসি অ্যাডভাইজার মো. মোস্তাফিজুর রহমান, সিটিএফকে- বাংলাদেশের গ্র্যান্টস ম্যানেজার আবদুস সালাম মিয়া এবং ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরামের (ইআরএফ) সাধারণ সম্পাদক এস এম রাশেদুল ইসলাম। সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন তামাকবিরোধী সংগঠনসমূহের প্রতিনিধি এবং প্রিন্ট-ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকরা।

আবদুস সালাম মিয়া বলেন, করারোপের অভাবে বাংলাদেশে তামাকদ্রব্য অত্যন্ত সস্তা ও সহজলভ্য হয়ে উঠছে। এজন্য তামাকদ্রব্যে কর বৃদ্ধি করতে হবে।

অধ্যাপক ডা. অরূপ রতন চৌধুরী বলেন, প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে হলে তামাক কর বৃদ্ধির বিকল্প নেই।

মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, সংবাদ সম্মেলনে যে প্রস্তাবনাটি করা হয়েছে সেটি যদি সরকার গ্রহণ করে তবে তামাক ব্যবহারকারীর সংখ্যা কমবে ও নতুন ব্যবহারকারীরা নিরুৎসাহিত হবে।

https://www.bhorerkagoj.com/2022/05/26/%E0%A6%95%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95-%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%A8/

Shampratik Deshkal (Online)

সাম্প্রতিক দেশকাল

বাংলাদেশ / 'তামাক ব্যবহার নিরুৎসাহিত করতে হবে'

'তামাক ব্যবহার নিরুৎসাহিত করতে হবে'

আহছানিয়া মিশনের সংবাদ সম্মেলন

বাংলাদেশ

ডেস্ক রিপোর্ট

প্রকাশ: ২৬ মে ২০২২, ০৬:০৩ পিএম

Share 0

'জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় তামাক ব্যবহার নিরুৎসাহিত করার জন্য কর বৃদ্ধির মাধ্যমে তামাক দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি একটি আন্তর্জাতিকভাবে অনুসৃত পদ্ধতি। এমতাবস্থায়, প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত ২০৪০ সালের মধ্যে 'তামাকমুক্ত বাংলাদেশ' অর্জনে সহায়ক ভূমিকা রাখার জন্য আসন্ন ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটে তামাকজাত দ্রব্যের কর ও মূল্য বৃদ্ধি করা জরুরি। আর এই তামাক কর এমনভাবে বৃদ্ধি করা উচিত যাতে তামাক গ্রহণকারী ব্যবহার কমিয়ে নিরুৎসাহিত হন '- জাতীয় প্রেসক্লাবের জহুর হোসেন চৌধুরী হলে ঢাকা আহছানিয়া মিশনের উদ্যোগে আয়োজিত এক প্রাক-বাজেট সংবাদ সম্মেলনে এমন অভিমতই ব্যক্ত করেন সংসদ সদস্য ও বিশ্লেষকরা।

আজ বৃহস্পতিবার (২৬ মে) সকাল ১১টায় অনুষ্ঠিত এ সংবাদ সম্মেলনে ঢাকা আহছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন অধ্যাপক ডা. মো. হাবিবে মিল্লাত, বিশেষ অতিথি ছিলেন এমপি ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারি।

আরও পড়ুন
বাজেট অধিবেশনে সভাপতিমণ্ডলী হলেন যারা

আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন- বীর মুক্তিযোদ্ধা অধ্যাপক ডা. অরূপরতন চৌধুরী, প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, মো. মোস্তাফিজুর রহমান, লিড পলিসি অ্যাডভাইজার, সিটিএফকে-বাংলাদেশ, আবদুস সালাম মিয়া, গ্র্যান্টস ম্যানেজার, সিটিএফকে-বাংলাদেশ এবং এস এম রাশেদুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক, ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরাম (ইআরএফ) প্রমুখ।

ঢাকা আহছানিয়া মিশনের তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের প্রোগ্রাম অফিসার শারমিন আক্তার রিনির সঞ্চালনায় সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন উন্নয়ন সমন্বয়ের পরিচালক (গবেষণা) আবদুল্লাহ নাদভী। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ঢাকা আহছানিয়া মিশনের তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের প্রকল্প সমন্বয়কারী মো, শরিফুল ইসলাম।

এস এম রাশেদুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক, ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরাম (ইআরএফ) বলেন, তামাকমুক্ত বাংলাদেশ পেতে হলে কর ব্যবস্থা ও এনবিআরকে ঢেলে সাজাতে হবে।

আবদুস সালাম মিয়া, গ্র্যান্টস ম্যানেজার, সিটিএফকে-বাংলাদেশ বলেন, কার্যকরভাবে করারোপের অভাবে বাংলাদেশে তামাকদ্রব্য অত্যন্ত সস্তা এবং সহজলভ্য হয়ে যাচ্ছে। এজন্য তামাকদ্রব্যে কর বৃদ্ধি করতে হবে।

https://shampratikdeshkal.com/bangladesh/news/220579464/

Daily Jai Jai Din (Online)

যায়যায়দিন

প্রাক-বাজেট আলোচনায় বক্তারা

তামাকে কর বাড়িয়ে ব্যবহার নিরুৎসাহিত করতে হবে

বিশেষ প্রতিনিধি
২৭ মে, ২০২২

প্রিন্ট | অ | অ+ | অ-

বৃহস্পতিবার জাতীয় প্রেস ক্লাবের জহুর হোসেন চৌধুরী হলে জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় আসন্ন ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটে তামাক কর প্রস্তাবনা শীর্ষক সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত অতিথিরা -ফোকাস বাংলা

জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় তামাক ব্যবহার নিরুৎসাহিত করার জন্য কর বৃদ্ধির মাধ্যমে তামাক দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি একটি আন্তর্জাতিকভাবে অনুসৃত পদ্ধতি। এমতাবস্থায়, প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত ২০৪০ সালের মধ্যে 'তামাকমুক্ত বাংলাদেশ' অর্জনে সহায়ক ভূমিকা রাখার জন্য আসন্ন ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটে তামাকজাত দ্রব্যের কর ও মূল্য বৃদ্ধি করা জরুরি। আর এই তামাক কর এমনভাবে বৃদ্ধি করা উচিত যাতে তামাক গ্রহণকারী ব্যবহার কমিয়ে নিরুৎসাহিত হন।

বৃহস্পতিবার জাতীয় প্রেসক্লাবের জহুর হোসেন চৌধুরী হলে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের উদ্যোগে আয়োজিত এক প্রাক-বাজেট সংবাদ সম্মেলনে এমন অভিমতই ব্যক্ত করেন সংসদ সদস্য ও বিশ্লেষকগণ। সংবাদ সম্মেলনে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন অধ্যাপক ডা. মো. হাবিবে মিল্লাত এমপি, বিশেষ অতিথি ছিলেন ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারি এমপি। আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা অধ্যাপক ডা. অরূপ রতন চৌধুরী, মোস্তাফিজুর রহমান, আবদুস সালাম মিয়া, এস এম রাশেদুল ইসলাম প্রমুখ।

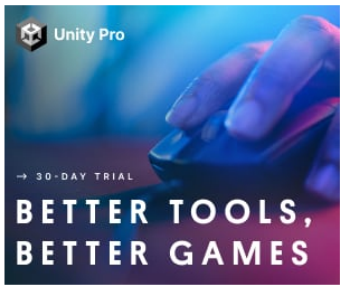

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের প্রোগ্রাম অফিসার শারমিন আক্তার রিনির সঞ্চালনায় সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন উন্নয়ন সমন্বয়ের পরিচালক (গবেষণা) আবদুল্লাহ নাদভী। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের প্রকল্প সমন্বয়কারী মো. শরিফুল ইসলাম।

অধ্যাপক ডা. অরূপ রতন চৌধুরী বলেন, প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা মতো তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে হলে তামাক কর বৃদ্ধির বিকল্প নেই।

https://www.jaijaidinbd.com/todays-paper/homeland/262187

Daily Naya Diganta (Online)

তামাকে নিরুৎসাহিত করতে কর বাড়ানোর দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদক | ২৭ মে ২০২২, ০১:১৮

নয়া দিগন্ত

-

তামাকপণ্য ব্যবহারে নিরুৎসাহিত করতে এর দাম বাড়ানোর দাবি জানিয়েছেন তামাকবিরোধী আন্দোলনে যুক্ত ব্যক্তিরা। গতকাল জাতীয় প্রেস ক্লাবের জহুর হোসেন চৌধুরী হলে ঢাকা আহছানিয়া মিশনের উদ্যোগে আয়োজিত এক প্রাক-বাজেট সংবাদ সম্মেলনে এমন অভিমত তুলে ধরেন সংসদ সদস্য ও বিশ্লেষকরা। তারা বলছেন, জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় তামাক ব্যবহার নিরুৎসাহিত করার জন্য করবৃদ্ধির মাধ্যমে তামাকপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি একটি আন্তর্জাতিকভাবে অনুসৃত পদ্ধতি। এ অবস্থায় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত ২০৪০ সালের মধ্যে 'তামাকমুক্ত বাংলাদেশ' অর্জনে সহায়ক ভূমিকা রাখার জন্য আসন্ন ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটে তামাকজাত দ্রব্যের কর ও মূল্যবৃদ্ধি জরুরি। এই তামাক কর এমনভাবে বাড়ানো উচিত যেন তামাক গ্রহণকারীরা তামাক সেবনে নিরুৎসাহিত হন।

সংবাদ সম্মেলনে ঢাকা আহছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন সংসদ সদস্য অধ্যাপক ডা: মো: হাবিবে মিল্লাত, বিশেষ অতিথি ছিলেন সংসদ সদস্য ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারী। প্রাক-বাজেট এই আলোচনায় আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মানস'র প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা অধ্যাপক ডা: অরূপ রতন চৌধুরী, সিটিএফকে-বাংলাদেশের লিড পলিসি অ্যাডভাইজার মো: মোস্তাফিজুর রহমান ও গ্র্যান্টস ম্যানেজার আবদুস সালাম মিয়া এবং ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরামের (ইআরএফ) সাধারণ সম্পাদক এস এম রাশেদুল ইসলাম।

ঢাকা আহছানিয়া মিশনের তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের প্রোগ্রাম অফিসার শারমিন আক্তার রিনির সঞ্চালনায় সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন উন্নয়ন সমন্বয়ের পরিচালক (গবেষণা) আবদুল্লাহ নাদভী। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ঢাকা আহছানিয়া মিশনের তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের প্রকল্প সমন্বয়কারী মো: শরিফুল ইসলাম।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে ডা: হাবিবে মিল্লাত বলেন, জনস্বাস্থ্যের জন্য তামাক খুবই ক্ষতিকর একটি দ্রব্য। এর আর্থিক ক্ষতিও কম নয়। ফলে তামাক ব্যবহার কমানোর জন্য সব ক্ষেত্রেই উদ্যোগ নিতে হবে।

বিশেষ অতিথি ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারী বলেন, অন্যান্য করের সাথে তামাক করের পার্থক্য রয়েছে। এটি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে বুঝতে হবে। কারণ তামাকের কারণে যে পরিমাণ কর আহরণ হয়, জনস্বাস্থ্যের ক্ষতি হয় এর বহুগুণ।

অধ্যাপক ডা: অরূপ রতন চৌধুরী বলেন, প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা মতো তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে হলে তামাক কর বাড়ানোর বিকল্প নেই। ইআরএফের সাধারণ সম্পাদক এস এম রাশেদুল ইসলাম বলেন, তামাকমুক্ত বাংলাদেশ পেতে হলে কর ব্যবস্থা ও এনবিআরকে ঢেলে সাজাতে হবে।

https://www.dailynayadiganta.com/city/666044/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A7%8E%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%BF%E0%A6%A4-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8B%E0%A6%B0-%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BF-

Daily Vorer Akash

ভোরের আকাশ

জনস্বাস্থ্য রক্ষায় তামাক পণ্যে কর বৃদ্ধির প্রস্তাব

নিজস্ব প্রতিবেদক

২৬ মে, ২০২২ ১২:২৮

Share 9 Tweet

জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় তামাক ব্যবহার নিরুৎসাহিত করতে কর বৃদ্ধির মাধ্যমে তামাক পণ্যের মূল্য বৃদ্ধির দাবি জানানো হয়েছে। ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ অর্জনে সহায়ক ভূমিকা রাখার জন্য আসন্ন ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটে তামাকপণ্যের করা ও মূল্য বৃদ্ধি করা জরুরি বলে অভিমত জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা।

বৃহস্পতিবার (২৬ মে) জাতীয় প্রেসক্লাবের জহুর হোসেন চৌধুরী হলে ঢাকা আচ্ছানিয়া মিশনের উদ্যোগে আয়োজিত এক প্রাক-বাজেট সংবাদ সম্মেলনে এমন অভিমত ব্যক্ত করেন আলোচকগণ।

ঢাকা আচ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদের সভাপতিত্বে সংবাদ সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন ডাঃ মোঃ হাবিবে মিল্লাত, বিশেষ অতিথি ছিলেন ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারি। আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন-মানসের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি অধ্যাপক ডা. অরূপ রতন চৌধুরী, সিটিএফকে বাংলাদেশের লিড পলিসি অ্যাডভাইজার মো. মোস্তাফিজুর রহমান এবং ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরাম (ইআরএফ) সাধারণ সম্পাদক এস এম রাশেদুল ইসলাম এবং তামাকবিরোধী সংগঠনসমূহের প্রতিনিধিবৃন্দ।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, কার্যকরভাবে করারোপের অভাবে বাংলাদেশে তামাকপণ্য অত্যন্ত সস্তা এবং সহজলভ্য হয়ে যাচ্ছে।। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সিগারেটের ব্যবহার প্রায় একইরকম রয়েছে। উপরন্তু বর্তমান তামাক কর কাঠামো অত্যন্ত জটিল যা তামাকের ব্যবহার নিরুৎসাহিতকরণের পথে একটি বড় বাধা। এজন্য এই কর কাঠামোকে সহজ করতে হবে। এটা করে যথাযথ পদ্ধতিতে তামাক কর বৃদ্ধি করলে তামাকের ব্যবহার কমাতে তা কার্যকরী ভূমিকা রাখবে।

https://www.dailyvorerakash.com/news/2022/05/26/321118

Daily Ajker Patrika (Online)

আজকের পত্রিকা

তামাক কর বৃদ্ধির দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

প্রকাশ : ২৬ মে ২০২২, ১৪:৩০

আহ্ছানিয়া মিশন আয়োজিত অনুষ্ঠানে অতিথিরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা ও জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় আসন্ন ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটে তামাকপণ্যের কর ও মূল্য বৃদ্ধি করা জরুরি। জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় তামাক ব্যবহার নিরুৎসাহিত করতে কর বৃদ্ধি আন্তর্জাতিকভাবে অনুসৃত পদ্ধতি। বর্তমান তামাক করকাঠামো অত্যন্ত জটিল হওয়ায় তা তামাকের ব্যবহার নিরুৎসাহিতকরণের পথে একটি বড় বাধা। এ জন্য এই করকাঠামোকে সহজ করতে হবে।

আজ বৃহস্পতিবার জাতীয় প্রেসক্লাবে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন আয়োজিত এক প্রাক-বাজেট সংবাদ সম্মেলনে বক্তারা এসব কথা বলেন।

আজকের পত্রিকা অনলাইনের সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিডটি অনুসরণ করুন

সংবাদ সম্মেলনে বক্তারা জানান, কার্যকরভাবে করারোপের অভাবে বাংলাদেশে তামাকপণ্য অত্যন্ত সস্তা ও সহজলভ্য। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সিগারেটের ব্যবহার প্রায় একই রকম রয়েছে। যথাযথ পদ্ধতিতে তামাক কর বৃদ্ধি করলে তামাকের ব্যবহার কমাতে তা কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

https://www.ajkerpatrika.com/195352/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95-%E0%A6%95%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A7%83%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BF%C2%A0

Newsnowbangla

NEWS NOW BANGLA.COM

We are News।। আমরাই সংবাদ.....

‘Tobacco use should be discouraged by raising tobacco taxes’,- Speakers at the pre-budget press conference

Ekramul Haque Azim · 2 weeks ago · 0 · 23 · 2 minutes read

Facebook Messenger WhatsApp Twitter LinkedIn Print

‘Increasing the price of tobacco products through tax increases is an internationally pursued method to discourage tobacco use in public health protection. In this context, it is important to increase taxes and prices of tobacco products in the upcoming 2022-23 budget to play a supportive role in achieving ‘Tobacco-Free Bangladesh’ by 2040 as promised by the Hon’ble Prime Minister. And the tobacco tax should be increased in such a way that the use of tobacco is reduced and discouraged, ”said the lawmakers and discussants at a pre-budget press conference organized by the Dhaka Ahsania Mission at the Zahur Hossain Chowdhury Hall, National Press Club.

The press conference was held at 11 am on Thursday, May 26, 2022. The program was chaired by Iqbal Masud, Director, Health and WASH Sector, Dhaka Ahsania Mission.

The chief guest at the meeting was Prof. Dr. Md. Habibe Millat, MP and the special guest was Barrister Shamim Haider Patwari, MP. Prof. Dr. Arup Ratan Choudhury, Founder President, MANAS; Md. Mostafizur Rahman, Lead Policy Advisor, CTFK-Bangladesh, Abdus Salam Mia, Grants Manager, CTFK-Bangladesh and SM Rashedul Islam, General Secretary, Economic Reporters Forum (ERF) were present as the speaker at the meeting. Abdullah Nadvi, Director (Research), Unnayan Shamannay presented the keynote address at the seminar moderated by Sharmin Akter Rini, Program Officer, Tobacco Control Project, Dhaka Ahsania Mission. Welcoming remarks were made by Md. Shariful Islam, Project Coordinator, Tobacco Control Project, Dhaka Ahsania Mission. SM Rashedul Islam, General Secretary, Economic Reporters Forum (ERF), said that in order to get a tobacco-free Bangladesh, the tax system must be reformed. Abdus Salam Mia, Grants Manager, CTFK-Bangladesh, said that due to a lack of effective taxation, tobacco products are becoming very cheap and readily available in Bangladesh. Therefore, the tax on tobacco should be increased.

https://en.newsnowbangla.com/2022/05/27/tobacco-use-should-be-discouraged-by-raising-tobacco-taxes/

jagonews24

Jagonews24.com

‘প্রস্তাবিত তামাক কর বাস্তবায়নে ৯ লাখ অকালমৃত্যু রোধ সম্ভব’

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:২৮ পিএম, ২৬ মে ২০২২

আসন্ন বাজেটে তামাক কর প্রস্তাবনা বিষয়ে প্রাক-বাজেট সংবাদ সম্মেলন করে ঢাকা আহছানিয়া মিশন

জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় তামাক ব্যবহার নিরুৎসাহিত করতে কর বৃদ্ধির মাধ্যমে তামাকপণ্যের মূল্য বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে। আসন্ন ২০২২-২৩ অর্থবছরে শতকরা হিসাবে নিম্নস্তরের সিগারেটের দাম সর্বোচ্চ পরিমাণে বাড়ানোর প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রস্তাবিত এই তামাক কর বাস্তবায়িত হলে ১৩ লাখ প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিক সিগারেট ব্যবহার ছেড়ে দেবেন ও ৯ লাখ তরুণ সিগারেট ব্যবহার শুরু করা থেকে বিরত থাকবেন। এছাড়া প্রায় নয় লাখ (৮ লাখ ৯০ হাজার) অকালমৃত্যু রোধ করা যাবে। একইসঙ্গে সিগারেট বিক্রি থেকে বাড়তি রাজস্ব আদায় হবে ৯ হাজার ২০০ কোটি টাকা।

বৃহস্পতিবার (২৬ মে) দুপুরে জাতীয় প্রেস ক্লাবে ঢাকা আহছানিয়া মিশন আয়োজিত ‘জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় আসন্ন ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটে তামাক কর প্রস্তাবনা’ শীর্ষক প্রাক-বাজেট সংবাদ সম্মেলনে বক্তারা এসব কথা বলেন।
সংবাদ সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন সংসদ সদস্য ডা. মো. হাবিবে মিল্লাত। বিশেষ অতিথি ছিলেন সংসদ সদস্য ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারী। আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মানস’র প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মুক্তিযোদ্ধা অধ্যাপক ডা. অরূপ রতন চৌধুরী, সিটিএফকে-বাংলাদেশের লিড পলিসি অ্যাডভাইজার মো. মোস্তাফিজুর রহমান ও ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরামের সাধারণ সম্পাদক (ইআরএফ) এস এম রাশেদুল ইসলাম। ঢাকা আহছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদের সভাপতিত্বে সংবাদ সম্মেলনে তামাকবিরোধী সংগঠনের প্রতিনিরা উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকা আহছানিয়া মিশনের তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের প্রোগ্রাম অফিসার শারমিন আক্তার রিনির সঞ্চালনায় সংবাদ সম্মেলনে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন উন্নয়ন সমন্বয়ের পরিচালক (গবেষণা) আবদুল্লাহ নাদভী।

https://www.jagonews24.com/national/news/764675

newsg24

অর্থ ও বাণিজ্য

জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় তামাক কর বৃদ্ধি জরুরী

‘সিগারেটের একটি শলাকায় ৪ হাজারের বেশি কেমিক্যালস’

নিউজজি প্রতিবেদক ২৬ মে , ২০২২, ১৬:৩৬:৩১

Share 116 Facebook Messenger WhatsApp More

ঢাকা: সিগারেটের একটি শলাকায় ৪ হাজারের বেশি কেমিক্যালস রয়েছে, যা মানুষরে শরীরের সর্ব রোগের কারণ। সাধারণ মানুষের চেয়ে একজন ধূমপায়ী ৭ গুণ বেশি স্ট্রোকে আক্রান্ত হন। সিগারেটের প্রভাব সর্বক্ষেত্রে সর্বগ্রাসী।

জাতীয় প্রেস ক্লাবে বৃহস্পতিবার (২৬ মে) সকালে এসব কথা বলেন সিরাজগঞ্জ -২ আসনের সংসদ সদস্য ডা. হাবিবে মিল্লাত।

প্রধান অতিথি হিসেবে হৃদরোগের চিকিৎসক ডা. হাবিবে মিল্লাত বলেন, গত বছরে ১৫৩ জন সংসদ সদস্য প্রধানমন্ত্রীর কাছে তামাক আইনের সংস্কার ও ই-সিগারেট নিষিদ্ধের দাবি জানায়। এ বছরে নতুন কর কাঠামো বাস্তবায়নে ৮৬ জন সংসদ সদস্য চিঠি দিয়েছেন, তারা চান জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় তামাক কর বৃদ্ধি করা হোক। এতে নতুন তরুণ ধূমপায়ীরা বিমুখ হবেন।

আসন্ন ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটে তামাকপণ্যের কর ও মূল্য বৃদ্ধির দাবিতে ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডসের (সিটিএফকে) সহযোগিতায় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে।

জাতীয় প্রেসক্লাবের জহুর হোসেন চৌধুরী হলে ‘জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় তামাক কর বৃদ্ধি জরুরী’ শীর্ষক প্রাক-বাজেট সংবাদ সম্মেলন সভাপতিত্ব করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ।

সম্মেলনে বিশেষ অতিথি ছিলেন সংসদ সদস্য ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারি, বীর মুক্তিযোদ্ধা অধ্যাপক ডা. অরূপরতন চৌধুরী, মো. মোস্তাফিজুর রহমান, ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরামের (ইআরএফ) সাধারণ সম্পাদক এস এম রাশেদুল ইসলামসহ অনেকে।

সভায় সংসদ সদস্য ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারি বলেন, দেশের কর কাঠামো জটিল। ৭ লাখ কোটি টাকার বাজেটে তামাদের কর কমলে ভয়ের কছি নেই। বরং তা আইটি সেক্টর ও রেমিটেন্স থেকে তা আনা যায়। এনবিআর এ বিষয়ে সরকারকে ভয় দেখাচ্ছে।

তিনি বলেন, পৃথিবীর অনেক দেশ যেখানে তামাকের ব্যবহার নিষিদ্ধ এবং পরিধি কমিয়ে আনছে, সে সময়ে বাংলাদেশ জাপান টোব্যাকোর মতো একটি প্রতিষ্ঠানকে অনুমোদন দিয়েছে। যেখানে পুরনো কোম্পানিকে নিরুৎসাহিত করা জরুরি, সেখানে নতুন কোম্পানিকে যুক্ত করা হচ্ছে।

এতে করে ৪১ সালেও তামাকমুক্ত বাংলাদেশ সম্ভব নয়।

ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারি আরো বলেন, সিগারেটের প্রতিটির শলাকার দাম ৫০-১০০ টাকা করা দরকার। তাহলে নতুন কোম্পানির ব্যবসা টিকিয়ে রাখতে লক্ষ্য তরুণ ও নতুন স্মোকার। কম দামে এবং আকর্ষণীয় মোড়কে তাদের হাতে যাতে করে সিগারেট তুলে না পারে সে জন্য বাজেটে তামাকপণ্যের কর ও মূল্য বৃদ্ধি করা জরুরি।

এতে কিছু লোক হয়ত ধূমপান কমাবে এবং তরুণরা ধরা দেবে না।

https://newsg24.com/economy-news/8318/

banglanews24

তামাক পণ্যের কর বাড়ানোর দাবি

স্টাফ করেসপন্ডেন্ট | বাংলানিউজটোয়েন্টিফোর.কম | আপডেট: ১৪৪৬ ঘণ্টা, মে ২৬, ২০২২

সংবাদ সম্মেলনে সংসদ সদস্য (এমপি) ডা. হাবিবে মিল্লাত। ছবি: শাকিল আহমেদ

ঢাকা: জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় তামাকের ব্যবহার নিরুৎসাহিত করতে আসন্ন বাজেটে তামাক পণ্যের মূল্য বাড়ানোর দাবি জানানো হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (২৬ মে) জাতীয় প্রেসক্লাবের জহুর হোসেন চৌধুরী হলে ঢাকা আহছানিয়া মিশনের উদ্যোগে প্রাক-বাজেট আলোচনায় আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ দাবি জানানো হয়।

ঢাকা আহছানিয়া মিশনের তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের প্রোগ্রাম অফিসার শারমিন আক্তার রিনির সঞ্চালনায় সংবাদ সম্মেলনে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন উন্নয়ন সমন্বয়ের পরিচালক (গবেষণা) আবদুল্লাহ নাদভী।

সংবাদ সম্মেলনে বক্তারা বলেন, ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত দেশ গঠনের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী। তখন এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য বর্তমান শুল্ক কাঠামো সহজ করা এবং সরকারের শুল্ক আয় বাড়ানোর নির্দেশনা দিয়েছিলেন তিনি। আসন্ন ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটে শতকরা হিসেবে নিম্ন স্তরের সিগারেটের দাম সর্বোচ্চ পরিমাণে বাড়ানোর প্রস্তাব করা হয়। কারণ ২০২০-২১ অর্থবছরের হিসাব অনুসারে মোট যে সিগারেট বিক্রি হয় তার সবচেয়ে বড় অংশ (৭৫ শতাংশ) হলো নিম্ন স্তরের সিগারেট।

প্রস্তাবনাগুলো বাস্তবায়নের সম্ভাব্য ফলাফল হিসেবে বলা হয়, সরকার যদি তামাক কর বাড়ায় তবে সিগারেট ব্যবহারকারীর অনুপাত ১৫ দশমিক এক শতাংশ থেকে ১৪ দশমিক শূন্য তিন শতাংশ হবে। এতে ১৩ লাখ প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিক সিগারেটের ব্যবহার ছেড়ে দেবেন ও নয় লাখ তরুণ সিগারেট ব্যবহার শুরু করা থেকে বিরত থাকবেন। এছাড়া আট লাখ ৯০ হাজার অকাল মৃত্যু রোধ করা যাবে। আর সিগারেট বিক্রি থেকে নয় হাজার ২০০ কোটি টাকা বাড়তি রাজস্ব আদায় হবে।

সংবাদ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা আহছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য এবং ওয়াশ সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন সংসদ সদস্য (এমপি) ডা. হাবিবে মিল্লাত, বিশেষ অতিথি ছিলেন সংসদ সদস্য (এমপি) ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারী।

সংবাদ সম্মেলনে বক্তারা, ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ অর্জনে সহায়ক ভূমিকা রাখতে আসন্ন ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটে তামাক পণ্যের কর ও মূল্য বাড়ানোর ওপর জোর দেন।

বক্তারা আরও বলেন, কার্যকরভাবে কর আরোপের অভাবে দেশে তামাকপণ্য অত্যন্ত সস্তা এবং সহজলভ্য হয়ে যাচ্ছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সিগারেটের ব্যবহার প্রায় একইরকম রয়েছে। বর্তমান তামাক কর কাঠামো অত্যন্ত জটিল যা তামাকের ব্যবহার নিরুৎসাহিতকরণের পথে একটি বড় বাধা। আর এজন্য এই কর কাঠামোকে সহজ করতে হবে। এটা করে যথাযথ পদ্ধতিতে তামাক কর বাড়ালে তামাকের ব্যবহার কমাতে কার্যকরী ভূমিকা রাখবে।

সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন মানসের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি অধ্যাপক ডা. অরুপরতন চৌধুরী, সিটিএফকে বাংলাদেশের লিড পলিসি অ্যাডভাইজার মো. মোস্তাফিজুর রহমান এবং ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরামের (ইআরএফ) সাধারণ সম্পাদক এস এম রাশেদুল ইসলাম এবং তামাকবিরোধী বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিরা।

https://www.banglanews24.com/print/932713

sarabangla

তামাকের ব্যবহার নিরুৎসাহিত করতে কর বাড়ানোর দাবি

May 26, 2022 | 5:17 pm

স্টাফ করেসপন্ডেন্ট

ঢাকা: দাম বাড়ানোকে তামাকপণ্য ব্যবহারে নিরুৎসাহিত করার আন্তর্জাতিক পদ্ধতি হিসেবে অনুসরণ করা হয়। একই পদ্ধতি অনুসরণ করতে দেশেও তামাকপণ্যের দাম বাড়াতে এসব পণ্যে কর বাড়ানোর দাবি জানিয়েছেন তামাকবিরোধী আন্দোলনে যুক্ত ব্যক্তিরা।

বিজ্ঞাপন

তারা বলছেন, জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় তামাক ব্যবহার নিরুৎসাহিত করার জন্য করবৃদ্ধির মাধ্যমে তামাকপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি একটি আন্তর্জাতিকভাবে অনুসৃত পদ্ধতি। এ অবস্থায় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত ২০৪০ সালের মধ্যে 'তামাকমুক্ত বাংলাদেশ' অর্জনে সহায়ক ভূমিকা রাখার জন্য আসন্ন ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটে তামাকজাত দ্রব্যের কর ও মূল্যবৃদ্ধি জরুরি। এই তামাক কর এমনভাবে বাড়ানো উচিত যেন তামাক গ্রহণকারীরা তামাক সেবনে নিরুৎসাহিত হন।

বৃহস্পতিবার (২৬ মে) সকাল ১১টায় জাতীয় প্রেস ক্লাবের জহুর হোসেন চৌধুরী হলে ঢাকা আহছানিয়া মিশনের উদ্যোগে আয়োজিত এক প্রাক-বাজেট সংবাদ সম্মেলনে এমন অভিমত তুলে ধরেন সংসদ সদস্য ও বিশ্লেষকরা।

বিজ্ঞাপন

সংবাদ সম্মেলনে ঢাকা আহছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন সংসদ সদস্য অধ্যাপক ডা. মো. হাবিবে মিল্লাত, বিশেষ অতিথি ছিলেন সংসদ সদস্য ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারি।

প্রাক-বাজেট এই আলোচনায় আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মানস'র প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা অধ্যাপক ডা. অরূপরতন চৌধুরী, সিটিএফকে-বাংলাদেশের লিড পলিসি অ্যাডভাইজার মো. মোস্তাফিজুর রহমান ও গ্র্যান্টস ম্যানেজার আবদুস সালাম মিয়া এবং ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরামের (ইআরএফ) সাধারণ সম্পাদক এস এম রাশেদুল ইসলাম।

https://sarabangla.net/post/sb-675488/

risingbd

প্রতি মুহূর্তের খবর
risingbd.com

কর বাড়িয়ে তামাক ব্যবহারে নিরুৎসাহিত করার দাবি

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক || রাইজিংবিডি.কম

প্রকাশিত: ১৯:৩৬, ২৬ মে ২০২২

জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় কর বাড়ানোর মাধ্যমে তামাকপণ্য মূল্য বৃদ্ধি আন্তর্জাতিকভাবে অনুসৃত পদ্ধতি। ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটে তামাকজাত দ্রব্যের ওপর কর বাড়ানো জরুরি। কর এমনভাবে বাড়ানো উচিত, যাতে মানুষ তামাক ব্যবহারে নিরুৎসাহিত হন।

বৃহস্পতিবার (২৬ মে) জাতীয় প্রেসক্লাবের জহুর হোসেন চৌধুরী হলে ঢাকা আহছানিয়া মিশনের উদ্যোগে আয়োজিত প্রাক-বাজেট সংবাদ সম্মেলনে উল্লিখিত অভিমত জানানো হয়েছে।

ঢাকা আহছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদের সভাপতিত্বে সংবাদ সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন সংসদ সদস্য ডা. মো. হাবিবে মিল্লাত। বিশেষ অতিথি ছিলেন ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারি। আলোচক ছিলেন মানসের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা অধ্যাপক ডা. অরূপরতন চৌধুরী, সিটিএফকে-বাংলাদেশেল লিড পলিসি অ্যাডভাইজার মো. মোস্তাফিজুর রহমান, গ্র্যান্টস ম্যানেজার আবদুস সালাম মিয়া, এবং ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরামের (ইআরএফ) সাধারণ সম্পাদক এস এম রাশেদুল ইসলাম।

ঢাকা আহছানিয়া মিশনের তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের প্রোগ্রাম অফিসার শারমিন আক্তার রিনির সঞ্চালনায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন উন্নয়ন সমন্বয়ের পরিচালক (গবেষণা) আবদুল্লাহ নাদভী। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ঢাকা আহছানিয়া মিশনের তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের প্রকল্প সমন্বয়কারী মো. শরিফুল ইসলাম।

সিটিএফকে-বাংলাদেশের গ্র্যান্টস ম্যানেজার আবদুস সালাম মিয়া বলেন, 'কার্যকরভাবে করারোপের অভাবে বাংলাদেশে তামাকদ্রব্য অত্যন্ত সস্তা এবং সহজলভ্য হচ্ছে। এজন্য তামাকদ্রব্যের ওপর কর বাড়াতে হবে।'

https://www.risingbd.com/national/news/459207

dhakapost

DHAKA POST

জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় তামাক ব্যবহার নিরুৎসাহিত করার জন্য আসন্ন বাজেটে কর বৃদ্ধির মাধ্যমে তামাক পণ্যের মূল্য বৃদ্ধির দাবি জানানো হয়েছে।

বৃহস্পতিবার জাতীয় প্রেসক্লাবের জহুর হোসেন চৌধুরী হলে ঢাকা আহছানিয়া মিশনের উদ্যোগে আয়োজিত প্রাক-বাজেট সংবাদ সম্মেলন থেকে এ দাবি জানানো হয়।

বক্তরা বলেন, ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ অর্জনে সহায়ক ভূমিকা রাখতে আসন্ন ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটে তামাক পণ্যের করা ও মূল্য বৃদ্ধির ওপর জোর দেন।

বক্তারা বলেন, কার্যকরভাবে করারোপের অভাবে বাংলাদেশে তামাকপণ্য অত্যন্ত সস্তা এবং সহজলভ্য হয়ে যাচ্ছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সিগারেটের ব্যবহার প্রায় একইরকম রয়েছে। উপরন্তু বর্তমান তামাক কর কাঠামো অত্যন্ত জটিল যা তামাকের ব্যবহার নিরুৎসাহিতকরণের পথে একটি বড় বাধা। আর এজন্য এই কর কাঠামোকে সহজ করতে হবে। এটা করে যথাযথ পদ্ধতিতে তামাক কর বৃদ্ধি করলে তামাকের ব্যবহার কমাতে তা কার্যকরী ভূমিকা রাখবে।

ঢাকা আহছানিয়া মিশনের তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের প্রোগ্রাম অফিসার শারমিন আক্তার রিনির সঞ্চালনায় সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন উন্নয়ন সমন্বয়ের পরিচালক (গবেষণা) আবদুল্লাহ নাদভী।

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, প্রধানমন্ত্রী ২০১৬ সালে যখন ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত দেশ গঠনের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছিলেন, তখন এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য বর্তমান শুল্ক কাঠামো সহজ করা এবং এ অঞ্চলের সর্বোত্তম ব্যবস্থা থেকে শিক্ষা নিয়ে সরকারের শুল্ক আয় বৃদ্ধি করার নির্দেশনা দিয়েছিলেন। ২০২২-২৩ অর্থবছরে শতকরা হিসেবে নিম্ন স্তরের সিগারেটের দাম সর্বোচ্চ পরিমাণে বাড়ানোর প্রস্তাব করা হয়। কারণ ২০২০-২১ অর্থবছরের হিসাব অনুসারে মোট যে সিগারেট বিক্রি হয় তার সবচেয়ে বড় অংশ (৭৫ শতাংশ) হলো নিম্ন স্তরের সিগারেট।

https://www.dhakapost.com/economy/118273

bbsbangla

BBS BANGLA

বাজেটে কর বৃদ্ধি করে তামাক ব্যবহার নিরুৎসাহিত করার আহ্বান

By তারিন ফাহিমা — মে ২৬, ২০২২ No Comments

Share Tweet Pinterest +

আসন্ন ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটে তামাকজাত পণ্য ব্যবহার নিরুৎসাহিত করতে কর বাড়িয়ে তামাকজাত দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি করার দাবি জানানো হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (২৬ মে) সকালে জাতীয় প্রেসক্লাবের জহুর হোসেন চৌধুরী হলে ঢাকা আহছানিয়া মিশনের উদ্যোগে আয়োজিত এক প্রাক-বাজেট সংবাদ সম্মেলনে এমন অভিমত ব্যক্ত করেন সংসদ সদস্য ও বিশ্লেষকগণ।

সংবাদ সম্মেলনে ঢাকা আহছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন অধ্যাপক ডা. মো. হাবিবে মিল্লাত এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারি।

ঢাকা আহছানিয়া মিশনের তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের প্রোগ্রাম অফিসার শারমিন আক্তার রিনির সঞ্চালনায় সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন উন্নয়ন সমন্বয়ের পরিচালক (গবেষণা) আবদুল্লাহ নাদভী। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ঢাকা আহছানিয়া মিশনের তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের প্রকল্প সমন্বয়কারী মো. শরিফুল ইসলাম।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারি বলেন, অন্যান্য করের সঙ্গে তামাক করের পার্থক্য রয়েছে। আর এটি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে বুঝতে হবে। কারণ তামাকের কারণে যে পরিমাণ কর আহরণ হয়, জনস্বাস্থ্যের ক্ষতি হয় এর বহুগুণ।

ডা. মো. হাবিবে মিল্লাত বলেন, জনস্বাস্থ্যের জন্য তামাক খুবই ক্ষতিকর একটি দ্রব্য। এর আর্থিক ক্ষতি কম নয়। ফলে তামাক ব্যবহার কমানোর জন্য সকল ক্ষেত্রেই উদ্যোগ নিতে হবে। বিশেষত ২০৪০ সালের মধ্যে দেশকে তামাকমুক্ত করতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনা মোতাবেক তামাক ব্যবহার নিরুৎসাহিত করার জন্য তামাক কর বৃদ্ধি করাটাও খুবই জরুরী।

https://bbsbangla.com/%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%9c%e0%a7%87%e0%a6%9f%e0%a7%87-%e0%a6%95%e0%a6%b0-%e0%a6%ac%e0%a7%83%e0%a6%a6%e0%a7%8d%e0%a6%a7%e0%a6%bf-%e0%a6%95%e0%a6%b0%e0%a7%87-%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%ae%e0%a6%be/

pba.agency

PBA Press Bangla Agency

হোম জাতীয় আন্তর্জাতিক রাজনীতি সারাদেশ খেলাধুলা বিনোদন অপরাধ লাইফস্টাইল শিক্ষাঙ্গন

Speakers at the pre-budget press conference

‘Tobacco use should be discouraged by raising tobacco taxes’

Published: May 26, 2022 7:50 pm | Updated: May 26, 2022 7:52 pm

‘Increasing the price of tobacco products through tax increases is an internationally pursued method to discourage tobacco use in public health protection. In this context, it is important to increase taxes and prices of tobacco products in the upcoming 2022-23 budget to play a supportive role in achieving ‘Tobacco-Free Bangladesh’ by 2040 as promised by the Hon’ble Prime Minister. And the tobacco tax should be increased in such a way that the use of tobacco is reduced and discouraged, ”said the lawmakers and discussants at a pre-budget press conference organized by the Dhaka Ahsania Mission at the Zahur Hossain Chowdhury Hall, National Press Club.

The press conference was held at 11 am on Thursday, May 26, 2022. The program was chaired by Iqbal Masud, Director, Health and WASH Sector, Dhaka Ahsania Mission.

The chief guest at the meeting was Prof. Dr. Md. Habibe Millat, MP and the special guest was Barrister Shamim Haider Patwari, MP. Prof. Dr. Arup Ratan Choudhury, Founder President, MANAS; Md. Mostafizur Rahman, Lead Policy Advisor, CTFK-Bangladesh, Abdus Salam Mia, Grants Manager, CTFK-Bangladesh and SM Rashedul Islam, General Secretary, Economic Reporters Forum (ERF) were present as the speaker at the meeting.

Abdullah Nadvi, Director (Research), Unnayan Shamannay presented the keynote address at the seminar moderated by Sharmin Akter Rini, Program Officer, Tobacco Control Project, Dhaka Ahsania Mission. Welcoming remarks were made by Md. Shariful Islam, Project Coordinator, Tobacco Control Project, Dhaka Ahsania Mission.

SM Rashedul Islam, General Secretary, Economic Reporters Forum (ERF), said that in order to get a tobacco-free Bangladesh, the tax system must be reformed.

https://www.pba.agency/tobacco-use-should-be-discouraged-by-raising-tobacco-taxes/

deltatimes24

দৈনিক ডেল্টা টাইমস
www.deltatimes24.com
সবার সাথে সব সময়

তামাকজাত পণ্যের কর বৃদ্ধির দাবি

ডেল্টা টাইমস ডেস্ক:
প্রকাশ: বৃহস্পতিবার, ২৬ মে, ২০২২, ৫:৪৫ পিএম | অনলাইন সংস্করণ

তামাকজাত পণ্যের কর বৃদ্ধির দাবি

জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় তামাক ব্যবহার নিরুৎসাহিত করার জন্য আসন্ন বাজেটে কর বৃদ্ধির মাধ্যমে তামাক পণ্যের মূল্য বৃদ্ধির দাবি জানানো হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (২৬ মে) জাতীয় প্রেসক্লাবের জহুর হোসেন চৌধুরী হলে ঢাকা আহছানিয়া মিশনের উদ্যোগে আয়োজিত প্রাক-বাজেট সংবাদ সম্মেলন থেকে এ দাবি জানানো হয়।

বক্তরা বলেন, ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ অর্জনে সহায়ক ভূমিকা রাখতে আসন্ন ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটে তামাক পণ্যের করা ও মূল্য বৃদ্ধির ওপর জোর দেন।

বক্তারা বলেন, কার্যকরভাবে করারোপের অভাবে বাংলাদেশে তামাকপণ্য অত্যন্ত সস্তা এবং সহজলভ্য হয়ে যাচ্ছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সিগারেটের ব্যবহার প্রায় একইরকম রয়েছে। উপরন্তু বর্তমান তামাক কর কাঠামো অত্যন্ত জটিল যা তামাকের ব্যবহার নিরুৎসাহিতকরণের পথে একটি বড় বাধা। আর এজন্য এই কর কাঠামোকে সহজ করতে হবে। এটা করে যথাযথ পদ্ধতিতে তামাক কর বৃদ্ধি করলে তামাকের ব্যবহার কমাতে তা কার্যকরী ভূমিকা রাখবে।

ঢাকা আহছানিয়া মিশনের তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের প্রোগ্রাম অফিসার শারমিন আক্তার রিনির সঞ্চালনায় সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন উন্নয়ন সমন্বয়ের পরিচালক (গবেষণা) আবদুল্লাহ নাদভী।

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, প্রধানমন্ত্রী ২০১৬ সালে যখন ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত দেশ গঠনের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছিলেন, তখন এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য বর্তমান শুল্ক কাঠামো সহজ করা এবং এ অঞ্চলের সর্বোত্তম ব্যবস্থা থেকে শিক্ষা নিয়ে সরকারের শুল্ক আয় বৃদ্ধি করার নির্দেশনা দিয়েছিলেন। ২০২২-২৩ অর্থবছরে শতকরা হিসেবে নিম্ন স্তরের সিগারেটের দাম সর্বোচ্চ পরিমাণে বাড়ানোর প্রস্তাব করা হয়। কারণ ২০২০-২১ অর্থবছরের হিসাব অনুসারে মোট যে সিগারেট বিক্রি হয় তার সবচেয়ে বড় অংশ (৭৫ শতাংশ) হলো নিম্ন স্তরের সিগারেট।

https://deltatimes24.com/details.php?id=88542

prothom.news

PROTHOM NEWS
WWW.PROTHOM.NEWS

জাতীয় ▾ রাজনীতি ▾ আন্তর্জাতিক ▾ খেলা ▾ বিনোদন ▾ আদালত ▾ অর্থনীতি ▾ রাজধ

লাইফস্টাইল ▾ গণমাধ্যম ▾ টেকনোলজি ▾ মতামত ▾ সংগঠন ▾ ভিডিও ▾

Home / অর্থনীতি / তামাকজাত পণ্যের কর বৃদ্ধির দাবি

অর্থনীতি

তামাকজাত পণ্যের কর বৃদ্ধির দাবি

বক্তরা বলেন, ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ অর্জনে সহায়ক ভূমিকা রাখতে আসন্ন ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটে তামাক পণ্যের করা ও মূল্য বৃদ্ধির ওপর জোর দেন।

May 26, 2022 - 16:16 0 27

Facebook Twitter

প্রথম নিউজ, ঢাকা: জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় তামাক ব্যবহার নিরুৎসাহিত করার জন্য আসন্ন বাজেটে কর বৃদ্ধির মাধ্যমে তামাক পণ্যের মূল্য বৃদ্ধির দাবি জানানো হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার জাতীয় প্রেসক্লাবের জহুর হোসেন চৌধুরী হলে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের উদ্যোগে আয়োজিত প্রাক-বাজেট সংবাদ সম্মেলন থেকে এ দাবি জানানো হয়।

বক্তরা বলেন, ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ অর্জনে সহায়ক ভূমিকা রাখতে আসন্ন ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটে তামাক পণ্যের করা ও মূল্য বৃদ্ধির ওপর জোর দেন।

বক্তারা বলেন, কার্যকরভাবে করারোপের অভাবে বাংলাদেশে তামাকপণ্য অত্যন্ত সস্তা এবং সহজলভ্য হয়ে যাচ্ছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সিগারেটের ব্যবহার প্রায় একইরকম রয়েছে। উপরন্তু বর্তমান তামাক কর কাঠামো অত্যন্ত জটিল যা তামাকের ব্যবহার নিরুৎসাহিতকরণের পথে একটি বড় বাধা। আর এজন্য এই কর কাঠামোকে সহজ করতে হবে। এটা করে যথাযথ পদ্ধতিতে তামাক কর বৃদ্ধি করলে তামাকের ব্যবহার কমাতে তা কার্যকরী ভূমিকা রাখবে।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের প্রোগ্রাম অফিসার শারমিন আক্তার রিনির সঞ্চালনায় সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন উন্নয়ন সমন্বয়ের পরিচালক (গবেষণা) আবদুল্লাহ নাদভী।

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, প্রধানমন্ত্রী ২০১৬ সালে যখন ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত দেশ গঠনের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছিলেন, তখন এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য বর্তমান শুল্ক কাঠামো সহজ করা এবং এ অঞ্চলের সর্বোত্তম ব্যবস্থা থেকে শিক্ষা নিয়ে সরকারের শুল্ক আয় বৃদ্ধি করার নির্দেশনা দিয়েছিলেন। ২০২২-২৩ অর্থবছরে শতকরা হিসেবে নিম্ন স্তরের সিগারেটের দাম সর্বোচ্চ পরিমাণে বাড়ানোর প্রস্তাব করা হয়। কারণ ২০২০-২১ অর্থবছরের হিসাব অনুসারে মোট যে সিগারেট বিক্রি হয় তার সবচেয়ে বড় অংশ (৭৫ শতাংশ) হলো নিম্ন স্তরের সিগারেট।

https://prothom.news/%E0%A6%A4%E0%A6%AE%E0%A6%95%E0%A6%9C%E0%A6%A4-%E0%A6%AA%E0%A6%A3%E0%A6%AF%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%A6%E0%A6%A7%E0%A6%B0-%E0%A6%A6%E0%A6%AC

rajdhanitimes

রাজধানী টাইমস

প্রচ্ছদ | সর্বশেষ | জাতীয় | রাজনীতি | অর্থনীতি | দেশজুড়ে | আন্তর্জাতিক | খেলাধুলা | বিনোদন | স্বাস্থ্য

/ লিড

তামাকজাত পণ্যের কর বৃদ্ধির দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদক ⊙ মে ২৬, ২০২২, ২:০২ অপরাহ্ন

Invest Now

Invest In The Future Of Work

Atlis Motor Vehicles

জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় তামাক ব্যবহার নিরুৎসাহিত করার জন্য আসন্ন বাজেটে কর বৃদ্ধির মাধ্যমে তামাক পণ্যের মূল্য বৃদ্ধির দাবি জানানো হয়েছে।

বৃহস্পতিবার জাতীয় প্রেসক্লাবের জহুর হোসেন চৌধুরী হলে ঢাকা আহছানিয়া মিশনের উদ্যোগে আয়োজিত প্রাক-বাজেট সংবাদ সম্মেলন থেকে এ দাবি জানানো হয়।

বক্তরা বলেন, ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ অর্জনে সহায়ক ভূমিকা রাখতে আসন্ন ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটে তামাক পণ্যের করা ও মূল্য বৃদ্ধির ওপর জোর দেন।

বক্তারা বলেন, কার্যকরভাবে করারোপের অভাবে বাংলাদেশে তামাকপণ্য অত্যন্ত সস্তা এবং সহজলভ্য হয়ে যাচ্ছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সিগারেটের ব্যবহার প্রায় একইরকম রয়েছে। উপরন্তু বর্তমান তামাক কর কাঠামো অত্যন্ত জটিল যা তামাকের ব্যবহার নিরুৎসাহিতকরণের পথে একটি বড় বাধা। আর এজন্য এই কর কাঠামোকে সহজ করতে হবে। এটা করে যথাযথ পদ্ধতিতে তামাক কর বৃদ্ধি করলে তামাকের ব্যবহার কমাতে তা কার্যকরী ভূমিকা রাখবে।

ঢাকা আহছানিয়া মিশনের তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের প্রোগ্রাম অফিসার শারমিন আক্তার রিনির সঞ্চালনায় সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন উন্নয়ন সমন্বয়ের পরিচালক (গবেষণা) আবদুল্লাহ নাদভী।

https://www.rajdhanitimes.net/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4-%E0%A6%AA%E0%A6%A3%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A7%83%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7/

businessjournal24

অর্থনীতির অগ্রযাত্রায় নিষ্ঠক সহযাত্রী...
বিজনেসজার্নাল
www.businessjournal24.com

Join & Like Our Facebook Pa
জাতীয়, অর্থনীতি ও শেয়ারবাজারের
সর্বশেষ সংবাদ সবার আগে জানতে
আমাদের সাথেই থাকুন...

জনস্বাস্থ্য রক্ষায় তামাকপণ্যে কর বৃদ্ধির দাবি

২৬ মে, ২০২২

Like 3
Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Linkedin

বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক: আসন্ন ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বাজেটে জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় তামাক ব্যবহার নিরুৎসাহিত করার জন্য তামাকজাত পণ্যের কর বৃদ্ধির দাবি জানানো হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার জাতীয় প্রেসক্লাবের জহুর হোসেন চৌধুরী হলে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের উদ্যোগে আয়োজিত প্রাক-বাজেট সংবাদ সম্মেলন থেকে এ দাবি জানানো হয়।

অর্থনীতি ও শেয়ারবাজারের গুরুত্বপূর্ন সংবাদ পেতে আমাদের সাথেই থাকুন: ফেসবুক–টুইটার–লিংকডইন–ইন্সটাগ্রাম–ইউটিউব

বক্তরা বলেন, ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ অর্জনে সহায়ক ভূমিকা রাখতে আসন্ন ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটে তামাক পণ্যের করা ও মূল্য বৃদ্ধির ওপর জোর দেন।

https://businessjournal24.com/%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95/

primenewsbd

PrimeNewsbd.com
Primenewsbd.net

জনস্বাস্থ্য রক্ষায় তামাক পণ্যে কর বৃদ্ধির প্রস্তাব

বৃহস্পতিবার, মে ২৬, ২০২২

Share 0 Tweet

ঢাকা : জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় তামাক ব্যবহার নিরুৎসাহিত করতে কর বৃদ্ধির মাধ্যমে তামাক পণ্যের মূল্য বৃদ্ধির দাবি জানানো হয়েছে। ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ অর্জনে সহায়ক ভূমিকা রাখার জন্য আসন্ন ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটে তামাকপণ্যের করা ও মূল্য বৃদ্ধি করা জরুরি বলে অভিমত জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা।

বৃহস্পতিবার (২৬ মে) জাতীয় প্রেসক্লাবের জহুর হোসেন চৌধুরী হলে ঢাকা আহছানিয়া মিশনের উদ্যোগে আয়োজিত এক প্রাক-বাজেট সংবাদ সম্মেলনে এমন অভিমত ব্যক্ত করেন আলোচকগণ।

ঢাকা আহছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদের সভাপতিত্বে সংবাদ সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন ডাঃ মোঃ হাবিবে মিল্লাত, বিশেষ অতিথি ছিলেন ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারি। আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন-মানসের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি অধ্যাপক ডা. অরূপ রতন চৌধুরী, সিটিএফকে বাংলাদেশের লিড পলিসি অ্যাডভাইজার মো. মোস্তাফিজুর রহমান এবং ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরাম (ইআরএফ) সাধারণ সম্পাদক এস এম রাশেদুল ইসলাম এবং তামাকবিরোধী সংগঠনসমূহের প্রতিনিধিবৃন্দ।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, কার্যকরভাবে করারোপের অভাবে বাংলাদেশে তামাকপণ্য অত্যন্ত সস্তা এবং সহজলভ্য হয়ে যাচ্ছে।। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সিগারেটের ব্যবহার প্রায় একইরকম রয়েছে। উপরন্তু বর্তমান তামাক কর কাঠামো অত্যন্ত জটিল যা তামাকের ব্যবহার নিরুৎসাহিতকরণের পথে একটি বড় বাধা। এজন্য এই কর কাঠামোকে সহজ করতে হবে। এটা করে যথাযথ পদ্ধতিতে তামাক কর বৃদ্ধি করলে তামাকের ব্যবহার কমাতে তা কার্যকরী ভূমিকা রাখবে।

ঢাকা আহছানিয়া মিশনের তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের প্রোগ্রাম অফিসার শারমিন আক্তার রিনির সঞ্চালনায় সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন উন্নয়ন সমন্বয়ের পরিচালক (গবেষণা) আবদুল্লাহ নাদভী।

মূল প্রবন্ধে বলা হয়, প্রধানমন্ত্রী ২০১৬ সালে যখন ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত দেশ গঠনের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছিলেন। তখন এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য বর্তমান শুল্ক কাঠামো সহজ করা এবং এ অঞ্চলের সর্বোত্তম ব্যবস্থা থেকে শিক্ষা নিয়ে সরকারের শুল্ক আয় বৃদ্ধি করার নির্দেশনা দিয়েছিলেন। ২০২২-২৩ অর্থবছরে শতকরা হিসেবে নিম্নস্তরের সিগারেটের দাম সর্বোচ্চ পরিমাণে বাড়ানোর প্রস্তাব করা হয়। কারণ, ২০২০-২১ অর্থবছরের হিসাব অনুসারে মোট যে সিগারেট বিক্রি হয় তার সবচেয়ে বড় অংশ (৭৫ শতাংশ) হলো নিম্নস্তরের সিগারেট।

প্রস্তাবনাগুলো বাস্তবায়নের সম্ভাব্য ফলাফল হিসেবে বলা হয়, সরকার যদি তামাক কর বৃদ্ধি করে তবে সিগারেট ব্যবহারকারির অনুপাত ১৫.১% থেকে ১৪.০৩% হবে। ১৩ লক্ষ প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিক সিগারেট ব্যবহার ছেড়ে দেবেন ও ৯ লক্ষ তরুণ সিগারেট ব্যবহার শুরু করা থেকে বিরত থাকবেন। এছাড়া ৮ লক্ষ ৯০ হাজার অকাল মৃত্যু রোধ করা যাবে। আর ৯ হাজার ২ শত কোটি টাকা বাড়তি রাজস্ব আদায় হবে সিগারেট বিক্রয় থেকে।

https://www.primenewsbd.net/2022/05/26/%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE%E0%A6%AF%E0%A6%BC-%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE/

dailysobujbanglabd

দৈনিক সবুজ বাংলা
সত্যের সন্ধানে প্রতিদিন
The Daily Sobuj Bangla

তামাকজাত পণ্যের কর বৃদ্ধির দাবি

Aminul Islam / ২০ ভিউঃ
আপডেটঃ বৃহস্পতিবার, ২৬ মে, ২০২২

শেয়ারঃ

PDF

জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় তামাক ব্যবহার নিরুৎসাহিত করার জন্য আসন্ন বাজেটে কর বৃদ্ধির মাধ্যমে তামাক পণ্যের মূল্য বৃদ্ধির দাবি জানানো হয়েছে।

বৃহস্পতিবার জাতীয় প্রেসক্লাবের জহুর হোসেন চৌধুরী হলে ঢাকা আহছানিয়া মিশনের উদ্যোগে আয়োজিত প্রাক-বাজেট সংবাদ সম্মেলন থেকে এ দাবি জানানো হয়।
বক্তরা বলেন, ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ অর্জনে সহায়ক ভূমিকা রাখতে আসন্ন ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটে তামাক পণ্যের করা ও মূল্য বৃদ্ধির ওপর জোর দেন।

বক্তারা বলেন, কার্যকরভাবে করারোপের অভাবে বাংলাদেশে তামাকপণ্য অত্যন্ত সস্তা এবং সহজলভ্য হয়ে যাচ্ছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সিগারেটের ব্যবহার প্রায় একইরকম রয়েছে। উপরন্তু বর্তমান তামাক কর কাঠামো অত্যন্ত জটিল যা তামাকের ব্যবহার নিরুৎসাহিতকরণের পথে একটি বড় বাধা। আর এজন্য এই কর কাঠামোকে সহজ করতে হবে। এটা করে যথাযথ পদ্ধতিতে তামাক কর বৃদ্ধি করলে তামাকের ব্যবহার কমাতে তা কার্যকরী ভূমিকা রাখবে।

ঢাকা আহছানিয়া মিশনের তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের প্রোগ্রাম অফিসার শারমিন আক্তার রিনির সঞ্চালনায় সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন উন্নয়ন সমন্বয়ের পরিচালক (গবেষণা) আবদুল্লাহ নাদভী।

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, প্রধানমন্ত্রী ২০১৬ সালে যখন ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত দেশ গঠনের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছিলেন, তখন এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য বর্তমান শুল্ক কাঠামো সহজ করা এবং এ অঞ্চলের সর্বোত্তম ব্যবস্থা থেকে শিক্ষা নিয়ে সরকারের শুল্ক আয় বৃদ্ধি করার নির্দেশনা দিয়েছিলেন। ২০২২-২৩ অর্থবছরে শতকরা হিসেবে নিম্ন স্তরের সিগারেটের দাম সর্বোচ্চ পরিমাণে বাড়ানোর প্রস্তাব করা হয়। কারণ ২০২০-২১ অর্থবছরের হিসাব অনুসারে মোট যে সিগারেট বিক্রি হয় তার সবচেয়ে বড় অংশ (৭৫ শতাংশ) হলো নিম্ন স্তরের সিগারেট।

https://dailysobujbanglabd.com/%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%95%e0%a6%9c%e0%a6%be%e0%a6%a4-%e0%a6%aa%e0%a6%a3%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%95%e0%a6%b0-%e0%a6%ac%e0%a7%83%e0%a6%a6%e0%a7%8d%e0%a6%a7/

timesofbangla24

Times of BANGLA

জনস্বাস্থ্য রক্ষায় তামাক পণ্যে কর বৃদ্ধির প্রস্তাব

বৃহস্পতিবার, ২৬ মে, ২০২২

ঢাকা : জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় তামাক ব্যবহার নিরুৎসাহিত করতে কর বৃদ্ধির মাধ্যমে তামাক পণ্যের মূল্য বৃদ্ধির দাবি জানানো হয়েছে। ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ অর্জনে সহায়ক ভূমিকা রাখার জন্য আসন্ন ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটে তামাকপণ্যের করা ও মূল্য বৃদ্ধি করা জরুরি বলে অভিমত জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা।

বৃহস্পতিবার (২৬ মে) জাতীয় প্রেসক্লাবের জহুর হোসেন চৌধুরী হলে ঢাকা আহছানিয়া মিশনের উদ্যোগে আয়োজিত এক প্রাক-বাজেট সংবাদ সম্মেলনে এমন অভিমত ব্যক্ত করেন আলোচকগণ।

ঢাকা আহছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদের সভাপতিত্বে সংবাদ সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন ডাঃ মোঃ হাবিবে মিল্লাত, বিশেষ অতিথি ছিলেন ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারি। আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন-মানসের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি অধ্যাপক ডা. অরূপ রতন চৌধুরী, সিটিএফকে বাংলাদেশের লিড পলিসি অ্যাডভাইজার মো. মোস্তাফিজুর রহমান এবং ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরাম (ইআরএফ) সাধারণ সম্পাদক এস এম রাশেদুল ইসলাম এবং তামাকবিরোধী সংগঠনসমূহের প্রতিনিধিবৃন্দ।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, কার্যকরভাবে করারোপের অভাবে বাংলাদেশে তামাকপণ্য অত্যন্ত সস্তা এবং সহজলভ্য হয়ে যাচ্ছে।। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সিগারেটের ব্যবহার প্রায় একইরকম রয়েছে। উপরন্তু বর্তমান তামাক কর কাঠামো অত্যন্ত জটিল যা তামাকের ব্যবহার নিরুৎসাহিতকরণের পথে একটি বড় বাধা। এজন্য এই কর কাঠামোকে সহজ করতে হবে। এটা করে যথাযথ পদ্ধতিতে তামাক কর বৃদ্ধি করলে তামাকের ব্যবহার কমাতে তা কার্যকরী ভূমিকা রাখবে।

ঢাকা আহছানিয়া মিশনের তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের প্রোগ্রাম অফিসার শারমিন আক্তার রিনির সঞ্চালনায় সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন উন্নয়ন সমন্বয়ের পরিচালক (গবেষণা) আবদুল্লাহ নাদভী।

https://www.timesofbangla24.com/%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE%E0%A6%AF%E0%A6%BC-%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE/34111/

ridmik.news

RidmikNews

‘তামাক কর বৃদ্ধি করে তামাক ব্যবহার নিরুৎসাহিত করতে হবে’

জসিম উদ্দীন
২৬/৫/২০২২ ৩:১৫:৫৯ PM

‘তামাক কর বৃদ্ধি করে তামাক ব্যবহার নিরুৎসাহিত করতে হবে’

জনগণের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় তামাক ব্যবহার নিরুৎসাহিত করার জন্য আসন্ন বাজেটে কর বৃদ্ধির মাধ্যমে তামাক পণ্যের মূল্য বৃদ্ধির দাবি জানানো হয়েছে। বৃহস্পতিবার (২৬ মে) জাতীয় প্রেসক্লাবের জহুর হোসেন চৌধুরী হলে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের উদ্যোগে আয়োজিত প্রাক-বাজেট সংবাদ সম্মেলন থেকে এ দাবি জানানো হয়। তামাকজাত পণ্যে ক্ষতিকর দিক তুলে ধরে বক্তারা বলেন, ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ অর্জনে সহায়ক ভূমিকা রাখতে আসন্ন ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটে তামাক পণ্যের কর ও মূল্য বৃদ্ধি করতে হবে। কার্যকরভাবে করারোপের অভাবে বাংলাদেশে তামাকপণ্য অত্যন্ত সস্তা এবং সহজলভ্য হয়ে যাচ্ছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সিগারেটের ব্যবহার প্রায় একইরকম রয়েছে। উপরন্তু বর্তমান তামাক কর কাঠামো অত্যন্ত জটিল যা তামাকের ব্যবহার নিরুৎসাহিতকরণের পথে একটি বড় বাধা। আর এজন্য এই কর কাঠামোকে সহজ করতে হবে। এটা করে যথাযথ পদ্ধতিতে তামাক কর বৃদ্ধি করলে তামাকের ব্যবহার কমাতে তা কার্যকরী ভূমিকা রাখবে।

https://ridmik.news/article/3KcMSb/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95-%E0%A6%95%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A7%83%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BF-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95-%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A7%8E%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%BF%E0%A6%A4-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A7%87

sangathansangbad

আমরা দেশ ও জনস্বার্থের কথা বলি
সংগঠন সংবাদ
www.sangathansangbad.com
ঢাকা, মঙ্গলবার, ৭ই জুন, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ, ২৪শে জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

তামাকজাত পণ্যের কর বৃদ্ধির দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদক , সংগঠন সংবাদ.কম
বৃহস্পতিবার, ২৬ মে ২০২২ 33 Views

জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় তামাক ব্যবহার নিরুৎসাহিত করার জন্য আসন্ন বাজেটে কর বৃদ্ধির মাধ্যমে তামাক পণ্যের মূল্য বৃদ্ধির দাবি জানানে হয়েছে।

বৃহস্পতিবার জাতীয় প্রেসক্লাবের জহুর হোসেন চৌধুরী হলে ঢাকা আহছানিয়া মিশনের উদ্যোগে আয়োজিত প্রাক-বাজেট সংবাদ সম্মেলন

জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় তামাক ব্যবহার নিরুৎসাহিত করার জন্য আসন্ন বাজেটে কর বৃদ্ধির মাধ্যমে তামাক পণ্যের মূল্য বৃদ্ধির দাবি জানানে হয়েছে।

বৃহস্পতিবার জাতীয় প্রেসক্লাবের জহুর হোসেন চৌধুরী হলে ঢাকা আহছানিয়া মিশনের উদ্যোগে আয়োজিত প্রাক-বাজেট সংবাদ সম্মেলন থেকে এ দাবি জানানো হয়।

বক্তরা বলেন, ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ অর্জনে সহায়ক ভূমিকা রাখতে আসন্ন ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটে তামাব পণ্যের করা ও মূল্য বৃদ্ধির ওপর জোর দেন।

বক্তারা বলেন, কার্যকরভাবে করারোপের অভাবে বাংলাদেশে তামাকপণ্য অত্যন্ত সস্তা এবং সহজলভ্য হয়ে যাচ্ছে। সাম্প্রতিব বছরগুলোতে সিগারেটের ব্যবহার প্রায় একইরকম রয়েছে। উপরন্তু বর্তমান তামাক কর কাঠামো অত্যন্ত জটিল যা তামাকের ব্যবহার নিরুৎসাহিতকরণের পথে একটি বড় বাধা। আর এজন্য এই কর কাঠামোকে সহজ করতে হবে। এটা করে যথাযথ পদ্ধতিতে তামাক কর বৃদ্ধি করলে তামাকের ব্যবহার কমাতে তা কার্যকরী ভূমিকা রাখবে।

ঢাকা আহছানিয়া মিশনের তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের প্রোগ্রাম অফিসার শারমিন আক্তার রিনির সঞ্চালনায় সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন উন্নয়ন সমন্বয়ের পরিচালক (গবেষণা) আবদুল্লাহ নাদভী।

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, প্রধানমন্ত্রী ২০১৬ সালে যখন ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত দেশ গঠনের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছিলেন, তখন এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য বর্তমান শুল্ক কাঠামো সহজ করা এবং এ অঞ্চলের সর্বোত্তম ব্যবস্থা থেকে শিক্ষা নিয়ে সরকারের শুল্ক আয় বৃদ্ধি করার নির্দেশনা দিয়েছিলেন। ২০২২-২৩ অর্থবছরে শতকরা হিসেবে নিম্ন স্তরের সিগারেটের দাম সর্বোচ্চ পরিমাণে বাড়ানোর প্রস্তাব করা হয়। কারণ ২০২০-২১ অর্থবছরের হিসাব অনুসারে মোট যে সিগারেট বিক্রি হয় তার সবচেয়ে বড় অংশ (৭৫ শতাংশ) হলো নিম্ন স্তরের সিগারেট।

https://sangathansangbad.com/2022/05/26/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4-%E0%A6%AA%E0%A6%A3%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A7%83%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7/

ajkerjamalpur

দৈনিক আজকের জামালপুর প্রকাশনার ২০ বছর
The Daily Ajker Jamalpur

অর্থনীতি

তামাকজাত পণ্যের কর বৃদ্ধির দাবি

By **Aj Desk** May 27, 2022 13 0

Facebook Twitter Pinterest WhatsApp

জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় তামাক ব্যবহার নিরুৎসাহিত করার জন্য আসন্ন বাজেটে কর বৃদ্ধির মাধ্যমে তামাক পণ্যের মূল্য বৃদ্ধির দাবি জানানো হয়েছে।

বৃহস্পতিবার জাতীয় প্রেসক্লাবের জহুর হোসেন চৌধুরী হলে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের উদ্যোগে আয়োজিত প্রাক-বাজেট সংবাদ সম্মেলন থেকে এ দাবি জানানো হয়।

বক্তরা বলেন, ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ অর্জনে সহায়ক ভূমিকা রাখতে আসন্ন ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটে তামাক পণ্যের করা ও মূল্য বৃদ্ধির ওপর জোর দেন।

বক্তারা বলেন, কার্যকরভাবে করারোপের অভাবে বাংলাদেশে তামাকপণ্য অত্যন্ত সস্তা এবং সহজলভ্য হয়ে যাচ্ছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সিগারেটের ব্যবহার প্রায় একইরকম রয়েছে। উপরন্তু বর্তমান তামাক কর কাঠামো অত্যন্ত জটিল যা তামাকের ব্যবহার নিরুৎসাহিতকরণের পথে একটি বড় বাধা। আর এজন্য এই কর কাঠামোকে সহজ করতে হবে। এটা করে যথাযথ পদ্ধতিতে তামাক কর বৃদ্ধি করলে তামাকের ব্যবহার কমাতে তা কার্যকরী ভূমিকা রাখবে।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের প্রোগ্রাম অফিসার শারমিন আক্তার রিনির সঞ্চালনায় সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন উন্নয়ন সমন্বয়ের পরিচালক (গবেষণা) আবদুল্লাহ নাদভী।

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, প্রধানমন্ত্রী ২০১৬ সালে যখন ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত দেশ গঠনের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছিলেন, তখন এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য বর্তমান শুল্ক কাঠামো সহজ করা এবং এ অঞ্চলের সর্বোত্তম ব্যবস্থা থেকে শিক্ষা নিয়ে সরকারের শুল্ক আয় বৃদ্ধি করার নির্দেশনা দিয়েছিলেন। ২০২২-২৩ অর্থবছরে শতকরা হিসেবে নিম্ন স্তরের সিগারেটের দাম সর্বোচ্চ পরিমাণে বাড়ানোর প্রস্তাব করা হয়। কারণ ২০২০-২১ অর্থবছরের হিসাব অনুসারে মোট যে সিগারেট বিক্রি হয় তার সবচেয়ে বড় অংশ (৭৫ শতাংশ) হলো নিম্ন স্তরের সিগারেট।

https://ajkerjamalpur.com/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4-%E0%A6%AA%E0%A6%A3%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A7%83%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7/

saradin.news

সারাদিন.নিউজ
আমরা সত্যের পক্ষে
জাতীয় বাংলাদেশ রাজনীতি আন্তর্জাতিক অর্থনীতি বিনোদন খেলাধুলা বিজ্ঞান ও প্র
ঢাকা | ৭ই জুন, ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ, মঙ্গলবার, ২৪শে জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ , গ্রীষ্মকাল, ৮ই জিলকদ, ১৪৪৩ হিজরি

জাতীয়

‘তামাক কর বৃদ্ধি করে তামাক ব্যবহার নিরুৎসাহিত করতে হবে’

স নিজস্ব প্রতিবেদক:
প্রকাশিত: ১২:১৪ অপরাহ্ণ, ২৭/০৫/২০২২
৬৮ বার পঠিত

‘জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় তামাক ব্যবহার নিরুৎসাহিত করার জন্য কর বৃদ্ধির মাধ্যমে তামাক দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি একটি আন্তর্জাতিকভাবে অনুসৃত পদ্ধতি। এমতাবস্থায়, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত ২০৪০ সালের মধ্যে ‘তামাকমুক্ত বাংলাদেশ’ অর্জনে সহায়ক ভূমিকা রাখার জন্য আসন্ন ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটে তামাকজাত দ্রব্যের কর ও মূল্য বৃদ্ধি করা জরুরী। আর এই তামাক কর এমনভাবে বৃদ্ধি করা উচিত যাতে তামাক গ্রহণকারী ব্যবহার কমিয়ে নিরুৎসাহিত হন ’-

বৃহস্পতিবার (২৬মে) জাতীয় প্রেসক্লাবের জহুর হোসেন চৌধুরী হলে ঢাকা আহছানিয়া মিশনের উদ্যোগে আয়োজিত এক প্রাক-বাজেট সংবাদ সম্মেলনে এমন অভিমতই ব্যক্ত করেন সংসদ সদস্য ও বিশ্লেষকগণ।

এ সংবাদ সম্মেলনে ঢাকা আহছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন অধ্যাপক ডাঃ মোঃ হাবিবে মিল্লাত, এমপি এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারি, এমপি। আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা অধ্যাপক ডাঃ অরূপরতন চৌধুরী, প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, মানস; মো. মোস্তাফিজুর রহমান, লিড পলিসি অ্যাডভাইজার, সিটিএফকে-বাংলাদেশ, আবদুস সালাম মিয়া, গ্র্যান্টস ম্যানেজার, সিটিএফকে-বাংলাদেশ এবং এস এম রাশেদুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক, ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরাম (ইআরএফ)। সংবাদ সম্মেলনে আরো উপস্থিত ছিলেন তামাকবিরোধী সংগঠনসমূহের প্রতিনিধিবৃন্দ ও প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ।

ঢাকা আহছানিয়া মিশনের তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের প্রোগ্রাম অফিসার শারমিন আক্তার রিনির সঞ্চালনায় সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন উন্নয়ন সমন্বয়ের পরিচালক (গবেষণা) আবদুল্লাহ নাদভী। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ঢাকা আহছানিয়া মিশনের তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের প্রকল্প সমন্বয়কারী মো, শরিফুল ইসলাম।

এস এম রাশেদুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক, ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরাম (ইআরএফ) বলেন, তামাকমুক্ত বাংলাদেশ পেতে হলে কর ব্যবস্থা ও এনবিআরকে ঢেলে সাজাতে হবে।

আবদুস সালাম মিয়া, গ্র্যান্টস ম্যানেজার, সিটিএফকে-বাংলাদেশ বলেন, কার্যকরভাবে করারোপের অভাবে বাংলাদেশে তামাকদ্রব্য অত্যন্ত সস্তা এবং সহজলভ্য হয়ে যাচ্ছে। এজন্য তামাকদ্রব্যে কর বৃদ্ধি করতে হবে।

https://www.saradin.news/archives/117251

rajshahiralo

দৈনিক রাজশাহীর আলো
THE DAILY RAJSHAHIR ALO

বাংলাদেশ

তামাক ব্যবহার নিরুৎসাহিত করতে মূল্য বৃদ্ধির দাবি

নিউজডেস্ক May 27, 2022 3 min read

আলো ডেস্ক: জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় তামাক ব্যবহার নিরুৎসাহিত করতে কর বৃদ্ধির মাধ্যমে তামাকপণ্যের মূল্য বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে। আসন্ন ২০২২-২৩ অর্থবছরে শতকরা হিসাবে নিম্নস্তরের সিগারেটের দাম সর্বোচ্চ পরিমাণে বাড়ানোর প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রস্তাবিত এই তামাক কর বাস্তবায়িত হলে ১৩ লাখ প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিক সিগারেট ব্যবহার ছেড়ে দেবেন ও ৯ লাখ তরুণ সিগারেট ব্যবহার শুরু করা থেকে বিরত থাকবেন।

এ ছাড়া প্রায় নয় লাখ (৮ লাখ ৯০ হাজার) অকালমৃত্যু রোধ করা যাবে। একইসঙ্গে সিগারেট বিক্রি থেকে বাড়তি রাজস্ব আদায় হবে ৯ হাজার ২০০ কোটি টাকা। গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে জাতীয় প্রেস ক্লাবে ঢাকা আহছানিয়া মিশন আয়োজিত 'জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় আসন্ন ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটে তামাক কর প্রস্তাবনা' শীর্ষক প্রাক-বাজেট সংবাদ সম্মেলনে বক্তারা এসব কথা বলেন। সংবাদ সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন সংসদ সদস্য ডা. মো. হাবিবে মিল্লাত। বিশেষ অতিথি ছিলেন সংসদ সদস্য ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারী।

আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মানস'র প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মুক্তিযোদ্ধা অধ্যাপক ডা. অরূপ রতন চৌধুরী, সিটিএফকে-বাংলাদেশের লিড পলিসি অ্যাডভাইজার মো. মোস্তাফিজুর রহমান ও ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরামের সাধারণ সম্পাদক (ইআরএফ) এস এম রাশেদুল ইসলাম। ঢাকা আহছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদের সভাপতিত্বে সংবাদ সম্মেলনে তামাকবিরোধী সংগঠনের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। ঢাকা আহছানিয়া মিশনের তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের প্রোগ্রাম অফিসার শারমিন আক্তার রিনির সঞ্চালনায় সংবাদ সম্মেলনে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন উন্নয়ন সমন্বয়ের পরিচালক (গবেষণা) আবদুল্লাহ নাদভী।

মূল প্রবন্ধে বলা হয়, প্রধানমন্ত্রী ২০১৬ সালে ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত দেশ গঠনের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছিলেন। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য 'বর্তমান শুল্ক কাঠামো সহজ' করা এবং এ অঞ্চলের সর্বোত্তম ব্যবস্থা থেকে শিক্ষা নিয়ে সরকারের শুল্ক আয় বৃদ্ধি করার নির্দেশনা দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী। অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় তামাক ব্যবহার নিরুৎসাহিত করার জন্য কর বৃদ্ধির মাধ্যমে তামাকপণ্যের মূল্য বৃদ্ধি আন্তর্জাতিকভাবে অনুসৃত একটি পদ্ধতি। প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত '২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ' অর্জনে সহায়ক ভূমিকা রাখার জন্য আসন্ন ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটে তামাকপণ্যের কর ও মূল্য বৃদ্ধি করা জরুরি। বক্তারা বলেন, কার্যকরভাবে করারোপের অভাবে বাংলাদেশে তামাকপণ্য অত্যন্ত সস্তা এবং সহজলভ্য হয়ে যাচ্ছে।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সিগারেটের ব্যবহার প্রায় একইরকম রয়েছে। উপরন্তু বর্তমান তামাক কর কাঠামো অত্যন্ত জটিল, যা তামাকের ব্যবহার নিরুৎসাহিত করার পথে একটি বড় বাধা। আর এজন্য এই কর কাঠামোকে সহজ করতে হবে। এটা করে যথাযথ পদ্ধতিতে কর বৃদ্ধি করলে তামাকের ব্যবহার কমাতে তা কার্যকরী ভূমিকা রাখবে। সংবাদ সম্মেলনে সংসদ সদস্য ডা. মো. হাবিবে মিল্লাত বলেন, জনস্বার্থে তামাক আইন সংশোধন ও ই-সিগারেট বন্ধে গত বছর ১৫৩ জন সংসদ সদস্য প্রধানমন্ত্রী বরাবর ডিও দিয়েছেন। স্বাস্থ্যের আইন যুগোপযোগী করার জন্য ১৫২ জন সংসদ সদস্য স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছেন। তামাক কর কাঠামো বাস্তবায়নের জন্য অর্থমন্ত্রীকে চিঠি লিখেছিলেন ৫২ জন সংসদ সদস্য।

https://rajshahiralo.com/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95-%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A7%8E%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%BF%E0%A6%A4.html